Vol. 40 | No. 2 | 1997

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত মেঘনাদবধ কাব্যে শব্দের নামধাতুরূপে ব্যবহার

Volume	40
Issue	2
Year	1997
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	জামরুল হাসান বেগ
Published online	February 1, 1996
DOI	10.62328/sp.v40i2.8
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v40i2.8
Pages	145-208
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত মেঘনাদবধ কাব্যে শব্দের নামধাতুরূপে ব্যবহার

Check for updates

জামরুল হাসান বেগ

বাংলা কবিতাকে 'আধুনিক চেতনার অন্তর্লোকে' প্রবিষ্ট করানোর প্রারম্ভিক প্রয়াস কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩) মাধ্যমে গৃহীত হয়েছিল। তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য-বৈশিষ্ট্য (বিষয়, ভাব ও শৈলীগত) সমন্বিত করে এ-প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তবে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমন্বয়ে তাঁর কাব্যাদর্শ নির্মিত হলেও তাঁর রচনার, বিশেষত তাঁর কাব্যের কাহিনী-কাঠামো মূলত ভারতীয় পুরোনো কাব্যসাহিত্য থেকে সংগৃহীত। "মা জাহ্নবী দেবীর স্নিগ্ধ সাহচর্যে বাংলা কাব্যলোকে তাঁর অন্তরঙ্গ অনুপ্রবেশ ঘটেছিল— কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত, কবিকঙ্কণের চণ্ডী হাতে।"[১] শৈশবে বাংলা কাব্যলোকে অন্তরঙ্গ অনুপ্রবেশের সেই অনুষঙ্গ পরবর্তী কালে প্রবাস জীবনেও কৃত্তিবাসের রামায়ণ এবং কাশীরাম দাসের মহাভারতের প্রতি তাঁর আগ্রহ ও মমত্ববোধ নিঃশেষ হতে দেয়নি।[২]

পারিবারিক ঐতিহ্যের সূত্রে পুরোনো বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে মাইকেল মধুসূদনের শৈশবে সংঘটিত পরিচয় পরবর্তী কালে ব্যাপকতা লাভ করে।[৩] মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত পদ্মাবতী নাটক (১৮৬০), তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য (১৮৬০), মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১), ব্রজাঙ্গনা কাব্য (১৮৬১), বীরাঙ্গনা কাব্য (১৮৬২) এবং চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী (১৮৬৬)-র মধ্যে পুরোনো বাংলা সাহিত্য পাঠের প্রভাব (বিষয় ও ভাবগত) সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়।[৪] অর্থাৎ তাঁর শৈশবে অর্জিত অভিজ্ঞতা পরবর্তী সময়ে ব্যাপকতা লাভের মাধ্যমে সাহিত্য-জীবনেও প্রভূত প্রভাব ফেলেছিল। মধুসূদন শুধু পুরোনো বাংলা সাহিত্যের বিষয়কেই আত্মস্থ করেননি, সে-সাহিত্যের ভাষাও বিশেষভাবে আত্মস্থ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর কাব্যের বিষয় ও ভাষার বিচার-বিশ্লেষণ করলে, পুরোনো সাহিত্যের বিষয় ও ভাষায় মধুসূদনের অগাধ পাণ্ডিত্য সম্পর্কে সুস্পষ্টরূপে অবগত হওয়া যায়।

মহাকাব্য হিসেবে বাংলা সাহিত্যের একমাত্র সার্থক সাহিত্য-কীর্তি এবং মধুসূদন দত্তের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা হচ্ছে 'মেঘনাদবধ কাব্য'। এ-কাব্যের ভাষা-ব্যবহারে কবি সমকালের অন্যান্য কবিদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নন, তবে অনেকখানি ভিন্ন। বাংলা সাহিত্যে আধুনিক ধারার প্রবর্তন করলেও মধুসূদন পুরোনো বাংলা সাহিত্যের শব্দরাজিকে তাঁর কাব্যে অগ্রহণীয় বলে মনে করেননি। কোনো বিশেষ জাতীয় শব্দের প্রতিও এককভাবে তাঁর দুর্বলতা ছিল না। তবে পুরোনো বাংলা সাহিত্য-ভাণ্ডার থেকে তিনি অজস্র শব্দ ব্যবহার করেছেন তাঁর কাব্যে। তাঁর কাব্য-ভাষায় তৎসম, অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে; অন্ত্যজ শব্দের ব্যবহারও তাঁর কাব্যে দুর্লক্ষ্য নয়। আর আধুনিক-অভিজাত ভাবনার প্রকাশেও সেসব অন্ত্যজ শব্দ বেমানান হয়নি। উল্লেখ্য, আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যে অন্ত্যজ শব্দের ব্যবহারের প্রথম কৃতিত্ব তাঁর নয়। কাব্যে এ অন্ত্যজ শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁর অগ্রগামী এবং পূর্বসূরী কবি ঈশ্বরগুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)। ঈশ্বরগুপ্তের কাব্য-ভাষা নির্মাণের ক্ষেত্রে অন্ত্যজ শব্দ ব্যবহারে "এমন উদ্ধত নিঃসঙ্কোচে আচণ্ডালে আলিঙ্গনদান কাব্য-ভাষার ক্ষেত্রে অভিনব উদাহরণ।"[৫] এ-অভিনবত্বটুকুই পরবর্তী সময়ে মধুসূদনের কাব্য-ভাষায়ও অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

মধুসূদনের কাব্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দ, অলঙ্কার এবং বাক্যগঠনরীতিতে বিদেশী সাহিত্য ও ভাষা-বৈশিষ্ট্যের প্রভাবের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন অনেক সমালোচক ও গবেষক।[৬] তবে তাঁর কাব্য-ভাষায় অনুসৃত পুরোনো বাংলা সাহিত্যের ভাষা-বৈশিষ্ট্য 'শব্দের নামধাতুরূপে ব্যবহার'-সম্পর্কে এ-যাবৎ কেউই বিশদভাবে আলোচনা করেননি। অবশ্য তাঁদের অনেকেই মধুসূদনের কাব্যের বিষয় ও ভাষাকে পুরোনো বাংলা সাহিত্যের বিষয় ও ভাষার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলে স্বীকার করেন।[৭] তবে মধুসূদনের কাব্যে ব্যবহৃত অন্ত্যজ শব্দ এবং শব্দের নামধাতুরূপে ব্যবহার সম্বন্ধে সমালোচকগণ যদি বিশদভাবে আলোচনা করতেন, তাহলে তাঁর কাব্যের ভাষা-নির্মাণে পুরোনো বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে মধুসূদনের সম্পর্ককে আরও ঘনিষ্ঠতর ও প্রামাণিকরূপে উপস্থাপিত করতে পারতেন।

মধুসূদন-ব্যবহৃত 'শব্দের নামধাতুরূপে ব্যবহার' পুরোনো বাংলা সাহিত্যে ব্যবহৃত ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।[৮] মধুসূদন তাঁর কাব্যে এ-ভাষাবৈশিষ্ট্যকে মূল্যহীন জ্ঞান করেননি। বরং তাঁর কাব্যে এ-ভাষাবৈশিষ্ট্য ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছে। মূলত মধ্যযুগীয় কাব্যপাঠের সূত্রেই পুরোনো বাংলা কাব্য-ভাষার[৯] এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের[১০] সঙ্গে তিনি পরিচিত হয়ে থাকবেন, এমন ধারণাই যুক্তিসঙ্গত। এ-রীতিতে একটি বৃহদাকার শব্দকে বা একাধিক শব্দকে সংক্ষেপে বিবৃত করা যায়।[১১] তাই মধুসূদনের ন্যায় একজন আধুনিক কবি নিশ্চয়ই বাক্-পরিমিতিগত

এই ভাষাবৈশিষ্ট্যের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করেছেন। আর কাব্যে শব্দের নামধাতুরূপে ব্যবহারের এই উপযোগিতাই হয়তো মধুসূদনকে এ-বিষয়ে আকৃষ্ট করে থাকবে।

মধুসূদনের কাব্য-ভাষায় ব্যবহৃত উপর্যুক্ত অন্ত্যজ শব্দ ও শব্দের নামধাতুরূপে ব্যবহারের দিকটি সমালোচক-গবেষকগণ বিশেষভাবে উল্লেখ না করলেও, তাঁর কাব্যভাষাকে সম্পূর্ণ নতুন বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করতেও কেউ কেউ প্রয়াসী হয়েছেন।[১২] এ-পরিপ্রেক্ষিতে মধুসূদনের কাব্যভাষার বিশেষ উপাদান 'শব্দের নামধাতুরূপে ব্যবহার'-রীতির প্রবর্তনেও মধুসূদনকেই 'অগ্রপথিক' হিসেবে চিহ্নিত করতে হয়। কিন্তু আমরা নিশ্চিতরূপে জানি, শব্দের নামধাতুরূপে ব্যবহার পুরোনো বাংলা সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য ভাষা-বৈশিষ্ট্য। মূলত পুরোনো বাংলা কাব্যপাঠের মাধ্যমেই এর সঙ্গে মধুসূদনের নিবিড় পরিচয় ঘটে। কবি মধুসূদন এ-ভাষাবৈশিষ্ট্যটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করার কৃতিত্বের অধিকারী নন। এ-পরিপ্রেক্ষিতেই বলা যায়, তিনি এ-রীতির প্রবর্তক নন, বরং এক্ষেত্রে পুরোনো ঐতিহ্যকেই অনুসরণ করেছেন মাত্র।[১৩] মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের এই ভাষা-বৈশিষ্ট্য তাঁকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল, একথা বলা যায়। তাছাড়াও তাঁর পূর্বসূরী কবি ঈশ্বরগুপ্ত, বিশেষ করে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৮৭)-এর কাব্যে ব্যবহৃত মধ্যযুগীয় এ-ভাষাবৈশিষ্ট্যের সীমিত ব্যবহারকে[১৪] উপেক্ষা না করে বরং মধুসূদন এ-ভাষাবৈশিষ্ট্যের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। এমনকি উল্লিখিত দুজন কবির কাব্যে ব্যবহৃত 'শব্দের নামধাতুরূপে ব্যবহার'-রীতিকে পুরোনো বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে আধুনিক সাহিত্যের যোগসূত্রস্বরূপ বিবেচনা করে মধুসূদন একে তাঁর কাব্যে প্রচুর পরিমাণেই গ্রহণ করেছেন। তবে মধুসূদনের কাব্যে নামধাতুরূপে ব্যবহৃত শব্দসমূহের অনেকগুলোই পুরোনো বাংলা সাহিত্যে কমই পাওয়া যায়।[১৫] মধুসূদন মধ্যযুগীয় এ-ভাষাবৈশিষ্ট্যের ছাঁচে প্রচুর পরিমাণে নতুন শব্দ সৃষ্টি করে তাঁর কাব্যে সন্নিবিষ্ট করেছেন। সুতরাং তাঁর রচনায় অনুসৃত 'শব্দের নামধাতুরূপে ব্যবহার'-অবশ্যই পুরোনো রীতিরই অনুসরণ, একথা বলা যায়।

মধুসূদনের 'কাব্য-ভাষার অভিনবত্ব'-সম্পর্কে সমালোচক-গবেষকগণের মধ্যে তেমন মতদ্বৈততা পরিলক্ষিত হয় না।[১৬] তবে তাঁর কাব্যভাষায় ব্যবহৃত 'অন্ত্যজ শব্দ' ও 'শব্দের নামধাতুরূপে ব্যবহার'— এ-দুটি রীতি যে পুরোনো বাংলা সাহিত্যের ভাষাবৈশিষ্ট্যেরই অনুসরণ, একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। উল্লিখিত রীতিসমূহ মধুসূদনের পূর্ববর্তী কবিদের রচনায়ও অনুসৃত হয়েছিল।[১৭] এ-কথা সংশ্লিষ্ট সমালোচকগণ খুব কমক্ষেত্রেই স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। স্মরণযোগ্য এ-প্রবন্ধে মধুসূদনের কাব্যভাষায় তাঁর নিজস্ব সৃষ্টির পাশাপাশি, তাঁর উপর পূর্বসূরী কবিদের প্রভাবের বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'-র ভাষা ঈশ্বরগুপ্ত ও রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যভাষার কতিপয় সমধর্মী বৈশিষ্ট্যেমণ্ডিত। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র পূর্বে রচিত তাঁর 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' এবং পরে রচিত তাঁর অন্যান্য রচনাসমূহেও এ ভাষারীতির ব্যবহার লক্ষণীয়। তবে এ-প্রবন্ধে 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর উপর্যুল্লিখিত সংশ্লিষ্ট ভাষাবৈশিষ্ট্য সম্পর্কেই কেবল আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এ-প্রবন্ধে আমরা 'মেঘনাদবধ কাব্যে' ব্যবহৃত 'শব্দের নামধাতুরূপে ব্যবহার' সংক্রান্ত সমস্ত দৃষ্টান্তই যে ব্যবহার করেছি, তা নয়। তবে সুস্পষ্টরূপে শনাক্ত করা যায় এরূপ প্রায় সকল দৃষ্টান্তই এ-প্রবন্ধের শেষে বর্ণানুক্রমিকভাবে তালিকাবদ্ধ করার চেষ্টা করেছি। আর এ-তালিকা প্রণয়নকালে আমাদের অবলম্বন ছিল তুলিকলম প্রকাশনা সংস্থা, কলকাতা থেকে ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত, ড. বিষ্ণুবসু ও তীর্থপতি দত্ত সম্পাদিত 'মধুসূদন-দীনবন্ধু রচনাবলী'।

তথ্যসঙ্কেত :

১. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-কথা (আধুনিক-পর্যায়), শ্রীভূদেব চৌধুরী, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ৫৯।

২. "বন্ধু গৌরদাস বসাকের কাছে চেয়ে পাঠিয়েছিলেন কৃত্তিবাসের রামায়ণ আর কাশীরাম দাসের মহাভারতের একটি করে খণ্ড; তখনো তিনি সুদূর মাদ্রাজে প্রবাসী।" দ্রষ্টব্য: পূর্বোক্ত, শ্রীভূদেব চৌধুরী, পৃ. ৫৯।

৩. কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত পুরোনো বাংলা কাব্যসাহিত্য গভীর ও ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন ও আত্মস্থ করেছিলেন। এ-পরিপ্রেক্ষিতে অর্জিত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তিনি পরবর্তী কালে উল্লিখিত সাহিত্যের বেশ কিছু বিষয়বস্তুকে তাঁর কাব্য-বিষয়রূপে নির্বাচিত করেন। পুরোনো বাংলা সাহিত্যপাঠের অভিজ্ঞতাসংবলিত ওইসব কবিতাসমূহ মূলত তাঁর 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'-তে সংকলিত হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর বিশেষভাবে পঠিত কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্য', ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের 'অন্নদামঙ্গল কাব্য', কাশীরাম দাসের 'মহাভারত', কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ'— প্রভৃতি কাব্যের কবি, বিভিন্ন চরিত্র, কাহিনী ও বিষয়সমূহকে মধুসূদন তাঁর কোনো কোনো কাব্য ও কবিতার বিষয়রূপে নির্বাচিত করেছেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: কমলে কামিনী, শ্রীমন্তের টোপর; অন্নপূর্ণার ঝাঁপি, ঈশ্বরী পাটনী; কাশীরাম দাস, মহাভারত, সুভদ্রা-হরণ, গো-গৃহ-রণে, সুভদ্রা, কুরুক্ষেত্র, দুঃশাসন-হিড়িম্বা; রামায়ণ, কৃত্তিবাস, বাল্মীকি, সীতার বনবাস— ইত্যাদি।

৪. 'মেঘনাদবধ কাব্য' ছাড়াও মাইকেল মধুসূদন দত্তের অন্যান্য রচনায়ও পুরোনো বাংলা সাহিত্যের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ভাষাবৈশিষ্ট্য 'শব্দের নামধাতুরূপে ব্যবহার'-শীর্ষক রীতিটি লক্ষ করা যায়।

ক. চল সকলে *আরাধিব* কুসুমবাণে।
সঘনে করতালি দেহ মিলিয়ে,
যতনে *পূজিব* হরিষ মনে।।
'পদ্মাবতী নাটক', পৃ. ২৮৬ দ্র.।

খ. *প্রবেশিলা* কুঞ্জবনে পৌলোমী সুন্দরী;
অলিকুল *ঝঙ্কারিয়া* ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ি
মকরন্দ-গন্ধে যেন আকুল হইয়া, ...
'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য', পৃ. ৭ দ্র.।

গ. যবে দেবকুল পতি রুষি, মহীধর,
বরষিলা ব্রজধামে প্রলয়ের বারি,—
যবে শত শত ভীমমূর্ত্তি মেঘবর
গরজি গ্রাসিলা আসি দেব দিবাকর ...
'ব্রজাঙ্গনা কাব্য', গোবর্দ্ধন গিরি-৫, পৃ. ১২৮ দ্র.

ঘ. কি যশঃ লভিলা, কহ, যশস্বি, *বিনাশি*
অবলা-কুলের বালা আমি— সুখ মম! 'বীরাঙ্গনা কাব্য', দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা, পৃ. ১৩৫ দ্র.

ঙ. সগর-বংশের যথা *সাধিলা* মুকতি
পবিত্রিলা আনি মায়ে, এ তিন ভুবন; 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী', কাশীরাম দাস, পৃ. ১৬০ দ্র.

[দ্রষ্টব্য : মধুসূদন-দীনবন্ধু রচনাবলী, ড. বিষ্ণুবসু ও তীর্থপতি দত্ত সম্পা., তুলিকলম, কলকাতা, ১৯৮৭]

৫. বাংলা কবিতার নবজন্ম (১৮৫৮-১৮৯১), সুরেশচন্দ্র মৈত্র, কলিকাতা, ১৯৬২, পৃ. ২০৩।

৬. "প্রাচীন ভারতীয় পুরাণ-ইতিহাস রামায়ণ-মহাভারত থেকে তিনি উপাখ্যানের উপাদান সংগ্রহ করেছেন সত্য, কিন্তু কাহিনী-নির্মাণ, চরিত্র সৃষ্টি এবং শব্দ প্রয়োগের কৌশল ও চাতুর্য তিনি শিখেছেন হোমার-ভার্জিল-দান্তে-মিলটন থেকে।" দ্রষ্টব্য : মধুসূদন : কবি-কৃতি ও কাব্যাদর্শ, সৈয়দ আলী আহসান, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃ. ২]

৭. 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রকাশিত হওয়ার পর মাইকেল মধুসূদন দত্তের কৃতিত্ব সম্পর্কে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের যে-মন্তব্য [১৩-সংখ্যক পাদটীকায় উল্লিখিত] এবং রামগতি ন্যায়রত্ন কর্তৃক মধুসূদনের কৃতিত্ব মূল্যায়নকালে ভারতচন্দ্রের রচনাকর্মের সঙ্গে মধুসূদনের কৃতিত্ব তুলনা করার যে প্রচেষ্টা, তাতে উল্লিখিত মন্তব্যের পক্ষে যথার্থ প্রমাণ উপস্থাপিত হয়। তাছাড়া মধুসূদনের রচনাকর্ম সম্পর্কে শশাঙ্কমোহন সেন, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, ক্ষেত্রগুপ্ত, সৈয়দ আলী আহসান, নীলিমা ইব্রাহীম প্রমুখ বিদ্বানের বক্তব্যে পুরোনো বাংলা সাহিত্যের বিষয় ও ভাষাবৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মধুসূদনের রচনাকর্মের বিষয় ও ভাষাবৈশিষ্ট্যের কিছুটা সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায়।

৮. দ্রষ্টব্য : ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া 'প্রাগাধুনিক বাংলা কাব্যে শব্দের নামধাতুরূপে ব্যবহার'-শীর্ষক একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। (গ্রন্থটি এখনও প্রকাশিত হয়নি।) তা থেকে আমরা এ-বিষয়টি সম্পর্কে বিশেষভাবে অবগত হতে পারি।

৯. ক. 'শব্দের নামধাতুরূপে ব্যবহার'-ভাষাবৈশিষ্ট্যটি মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে প্রচুর পরিমাণে লক্ষণীয়। ষোল শতকের টাঙ্গাইলবাসী কবি শ্রীরায় বিনোদ প্রণীত 'পদ্মাপুরাণ'-কাব্যে প্রচুর শব্দ নামধাতুরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া সম্পাদিত শ্রীরায় বিনোদের 'পদ্মাপুরাণ'-কাব্যে এ-ধরনের অজস্র শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন: নির্মাই, বাঞ্ছিলি, নিমন্ত্রিয়া, প্রণমিয়া, প্রবেশিল, সম্বোধিয়া, চুম্বে, পরীক্ষে, সমর্পিল, বর, বিচারিয়া, তিরস্কারে, নিষেধিল, শাপিবে, চিন্তে ইত্যাদি।

(১) *পূজাইমু* সদাগরে ঈষৎ ইঙ্গিতে। পৃ. ১০৯

(২) বিপুলাক *পরীক্ষ* তুমি বাঘ-রূপ ধরি। পৃ. ৩০৪

(৩) বিঘতিয়া বোড়া একা ঘরে ঘরে দিল ডাকা
উজাড়িল নগর বাজার।। পৃ. ১১৯

[দ্রষ্টব্য : শ্রীরায় বিনোদ প্রণীত 'পদ্মাপুরাণ', ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া সম্পা., ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৩]

খ. এছাড়াও কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র প্রমুখ বাংলা সাহিত্যের খ্যাতনামা কবিদের রচনা থেকে মধুসূদন তাঁর কাব্য ও কবিতার বিষয়বস্তু নির্বাচিত করেছেন, একথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। উল্লিখিত কবিদের রচনাসমূহের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ভাষাবৈশিষ্ট্য 'শব্দের নামধাতুরূপে ব্যবহার'-ও মধুসূদনের রচনায় লক্ষ করা যায়। উপর্যুল্লিখিত কবিদের রচনাসমূহে ব্যবহৃত এ-ভাষাবৈশিষ্ট্যের দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করছি:

(১) কৃত্তিবাস : *হরষিতে* মুনি তারে দিল আলিঙ্গন।
পুত্র *প্রসবে* নিকষা মুনির আশ্রম।।

উত্তরকাণ্ড, পৃ. ৩২৬

[দ্রষ্টব্য : কৃত্তিবাস বিরচিত 'রামায়ণ', সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, ভারবি, কলিকাতা, ১৯৮১]

(২) মুকুন্দরাম চক্রবর্তী : য়েমণ বিচারী দুহে চলিলা সত্বরে।
চরণে ধরিয়া *নিবেদিলা* মহেশ্বরে।।
জিজ্ঞাশীলা শিব তারে জত বিবরণ।
চরণে ধরিয়া গৌরী করে নিবেদন।।

ভগবতীর মৃগীরূপ ধারণ, পৃ. ১১৩

[দ্রষ্টব্য : কবিকঙ্কন-চণ্ডী, শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন- শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যো.-শ্রীহৃষিকেশ বসু সম্পা., কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়]

(৩) কাশীরাম দাস : দ্রৌপদীরে *তুষিবে* অনেক অলঙ্কারে।
নানা রত্নে *তুষিবেক* পঞ্চ-সহোদরে।।
পুনঃ পুনঃ *সম্ভাষিয়া* কুন্তীরে কহিবে।
যেন পূর্ব দুঃখ *স্মরি* দুঃখী না হইবে।।

আদি পর্ব, পৃ. ১০৯

[দ্রষ্টব্য : কাশীরাম দাস বিরচিত 'মহাভারত' (১ম ও ২য় খণ্ড), স্বামী পরমানন্দ সম্পা., গ্রন্থ প্রকাশ (গ্রন্থপ্রকাশ সংস্করণ), কলিকাতা]

(৪) ভারতচন্দ্র : *বন্দিবার* ফলে হৈল পূর্ব্বের সকল।
নিন্দিবার চিহ্ন রৈল বদন ছাগল।।

প্রসূতিস্তবে দক্ষজীবন, পৃ. ৪৩

[দ্রষ্টব্য : ভারতচন্দ্র-রচনাবলী (১ম ভাগ, অন্নদামঙ্গল), শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস সম্পা., বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ]

১০. উল্লেখ্য : ব্যাকরণের সাধারণ নিয়ম অনুসারে বিশেষ্য, বিশেষণ বা নামপদের শেষে 'আ'-প্রত্যয় যোগ করে নামধাতু গঠিত হয়। অর্থাৎ প্রত্যয় যোগ করে নামপদ বা বিশেষ্য, বিশেষণ পদ ধাতুতে পরিণত করা যায়। তবে মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর কাব্যের ভাষা-নির্মাণের ক্ষেত্রে ব্যাকরণের শুধু এ-প্রচলিত রীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেননি। বরং, বিশেষ বিশেষ প্রত্যয় ব্যবহারের মাধ্যমে এক নতুন ধরনের নামধাতু (নামধাতুজাত ক্রিয়া) গঠন করেছেন। যেমন: প্রভাত>প্রভাতিল; উজ্জ্বল>উজ্জ্বলিত; হ্রেষা>হেষিল ইত্যাদি। তাঁর কাব্যে নামধাতুরূপে ব্যবহৃত এ ধরনের অজস্র শব্দ সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

১১. অর্থাৎ, মূলত ভাষা-সংক্ষেপকরণ, ভাষার নিবিড়তা নির্মাণ এবং বাংলা ক্রিয়াপদের দুর্বলতা অবসানের লক্ষ্যে কবি উল্লিখিত ভাষাবৈশিষ্ট্যের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। স্মর্তব্য যে ভাষা-সংক্ষেপের জন্য তাঁর অনুসৃত রীতির কারণে কখনো কখনো প্রচলিত ব্যাকরণের কোনো কোনো রীতি বিপর্যস্ত হয়েছে; সমালোচকগণও তা স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করেননি। কিন্তু আমরা জানি, নবসৃষ্টির উন্মাদনা বা সৃজনশীলতা— ব্যাকরণ ভেঙে ব্যাকরণ গড়ে। মধুসূদনের সৃষ্টিশীল প্রতিভাও এ ধরনের অজস্র শব্দ সৃজনে সক্ষম হয়েছিল।

১২. "... এ কাব্য মঙ্গলকাব্য নয়; এ কাব্য পুরাতন কাব্যরীতি ও কলা বিধির অনুকারী নয়— বিষয়ের বিদ্রোহ ভাষার বিদ্রোহী যেন স্পষ্টতর। বরং বলা যেতে পারে কবির ক্ষেত্রে ভাষার বিদ্রোহ-ই হয়ে পড়েছিল মুখ্য। ... অলংকার ব্যতীত কাব্য-ভাষার অস্তিত্ব আছে। মাইকেল-পূর্ব বাংলা সাহিত্যে এ-সংবাদ অপরিজ্ঞাত ছিল। মাইকেল এই সংবাদ রটনা করে বাংলা কাব্য-ভাষার মৌলিক পরিবর্তন সাধন করলেন।" দ্রষ্টব্য : পূর্বোক্ত, সুরেশচন্দ্র মৈত্র, পৃ. ২৩৪-২৩৫।

১৩. এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য : পুরোনো বাংলা সাহিত্যের বিষয় ও ভাষা-বৈশিষ্ট্যের কাছে মাইকেল মধুসূদনের যে-ঋণ, সে-ঋণের গুরুত্বকে মূলত অনেক সমালোচকই ছোট করে দেখেননি। "মেঘনাদবধ কাব্য'-প্রকাশের পর স্বয়ং বিদ্যাসাগরও নাকি বলিয়াছিলেন, "খুব করিয়াছ—কিন্তু ভারতচন্দ্রকে অতিক্রম করিতে পারিয়াছ বলিয়া মনে হয় না।" শেষপর্যন্ত প্রাচীনত্বের সমালোচক রামগতি ন্যায়রত্ন মধুসূদনকে কবিকেশরী ভারতচন্দ্রের ছায়ায় আনিয়া তুলনা করিয়াছেন।" [দ্রষ্টব্য : মধুসূদন, শশাঙ্কমোহন সেন, ঢাকা, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭৭-৭৮] অর্থাৎ মধ্যযুগীয় কবিদের রচনার বিষয়, বিশেষ করে তাঁদের কাব্য-ভাষার কিছু সমধর্মীবৈশিষ্ট্য যে-মধুসূদনের কাব্যেও ব্যবহৃত হয়েছিল, তা সমালোচকগণের দৃষ্টি এড়ায়নি। সেজন্যই ভাষার কতিপয় সমধর্মীবৈশিষ্ট্যের বিচারে উল্লিখিত সমালোচকদের দৃষ্টিতে ভারতচন্দ্র থেকে মধুসূদনের অবস্থান খুব দূরে নয়।

১৪. ক. ঈশ্বরগুপ্তের কাব্যে 'শব্দের নামধাতুরূপে ব্যবহার'- খুব কম নয়। তাঁর বিভিন্ন রচনায় এসবের ব্যবহার সহজলভ্য। বিস্তারিয়া, ক্ষেপিল, প্রকাশিছে, হেরিয়া, বধ, বধিতে, প্রণমিয়া, সঁপেছে, চুম্বিবারে, আহরণে, শোভিছে, সম্বোধিয়া, মাতিল, প্রসবিলা, ভ্রমেণ ইত্যাদি অনেক শব্দের নামধাতুরূপে ব্যবহার লক্ষণীয়।

(১) শিহরে সর্ব্বাঙ্গ ভঙ্গ দেয় লজ্জাভয়।।

এইরূপ সুখভোগ *লভি* সর্ব্বক্ষণ। প্রেমের প্রথম চুম্বন, পৃ. ২১০

(২) এইরূপ সাধনায় কোথা অনুরোধ।
মানীর মনেতে নাহি *প্রবেশে* প্রবোধ।। ভালবাসা, পৃ. ২২৩

[দ্রষ্টব্য : ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা সংগ্রহ, মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পা., মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৪]

খ. আবার ঈশ্বরগুপ্তের রচনার চেয়ে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় নামধাতুরূপে ব্যবহৃত শব্দের প্রয়োগ অনেক বেশি। ব্যবহৃত শব্দের মধ্যে: শোভে, জিজ্ঞাসি, স্মরি, তুষিব, গর্জ্জিয়া, নিবারিব, ঘুষিবে, প্রহারিল, ভেদিল, বর্ণিব, রুষি, দহি, ত্যাজিলা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

(১) জানিয়া আগত তায় *মুদিয়া* নয়ন।
চরণ *প্রসারি* করে ধরায় শয়ন।। কর্ম্মদেবী, পৃ. ১৬

(২) আরক্ত কপোলে কিবা *প্রকাশে* প্রভায়।
গোলাপ *ত্যাজিয়ে* অলি তার দিকে ধায়।। শূর-সুন্দরী, পৃ. ৪৮

(৩) সকলেরে *সম্বোধিয়া* সুসাহস *সংবর্দ্ধিয়া*
কহিলেন হাসিয়া হাসিয়া।। পদ্মিনী উপাখ্যান, পৃ. ৮৭

[দ্রষ্টব্য : রঙ্গলাল-গ্রন্থাবলী, শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (প্রকা.), বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা]

১৫. "বাংলা সাহিত্যে নামধাতুর বিরল উদাহরণগুলি তাঁকে করল অনুপ্রাণিত; এবং 'as a tremendous literary rebel' এক্ষেত্রেও তিনি অকুতোভয়ে এগিয়ে গেলেন," (দ্রষ্টব্য : পূর্বোক্ত, সুরেশচন্দ্র মৈত্র, পৃ. ২৩৫)।

১৬. "... কবি এই প্রথম এমন অনেক শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা কোনোদিনই বাংলা কাব্যে ব্যবহৃত হত না।" দ্রষ্টব্য : পূর্বোক্ত, সুরেশচন্দ্র মৈত্র, পৃ. ২০৩ দ্র.

১৭. মধুসূদন-পূর্ববর্তী কবি ঈশ্বরগুপ্ত তাঁর রচনায় 'শব্দের নামধাতুরূপে ব্যবহার'-ছাড়াও প্রচুর পরিমাণে অন্ত্যজ শব্দের ব্যবহার করেছেন। তাঁর কাব্যে ব্যবহৃত এসব অন্ত্যজ শব্দের প্রয়োগ কাব্য-বিষয়ের সঙ্গে বেমানান হয়নি; বরং তা রচনার বিষয়বস্তু ও মেজাজের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। সমালোচক সুরেশচন্দ্র মৈত্র ঈশ্বরগুপ্তের ভাষাকে দুটি 'মহলে' বিভক্ত করেছেন; তার একটি অন্ত্যজ, অপরটি ব্রাহ্মণ্য। ঈশ্বরগুপ্তের কাব্যে— বিষয়ের ভিন্নতার সঙ্গে সঙ্গে ভাষাও ভিন্ন ভিন্ন 'মহলে' বিভক্ত হয়ে পড়েছে। তাঁর কাব্যে ব্যবহৃত উল্লেখযোগ্য অন্ত্যজ শব্দ (slang vocabulary) হচ্ছে: হাঁপ, মাগী, থোপ, অঁক করা, ফোঁস ফোঁস, পিড়ি, দিব্বি, টেরা, গতোর, নেড়া, ঠ্যাং, শিং, ঘুষি, বিচিলি, খোল, আমলা, গামলা, তুড়ি, ভেট, হাড়গিলে ইত্যাদি।

(১) "তুমি মা কল্পতরু, আমরা সব পোষা গরু,
শিখিনি *শিং* বাঁকানো,
কেবল খাব *খোল বিচিলি* ঘাস।
যেন রাঙ্গা *আমলা*, তুলে মামলা
গামলা ভাঙ্গে না।
আমরা *ভুষি* পেলেই খুসী হব,
ঘুসি খেলে মা বাঁচব না।" নীলকর, পৃ. ১৭৫
[দ্রষ্টব্য : পূর্বোক্ত, মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পা, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৪]

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :

১. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-কথা (আধুনিক-পর্যায়), ভূদেব চৌধুরী, কলকাতা, ১৯৮৮।
২. বাংলা কবিতার নবজন্ম (১৮৫৮-১৮৯১), সুরেশচন্দ্র মৈত্র, কলিকাতা, ১৯৬২।
৩. মধুসূদন : কবি-কৃতি ও কাব্যাদর্শ, সৈয়দ আলী আহসান, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৬।
৪. দশ দিগন্তের দ্রষ্টা, আবদুল মান্নান সৈয়দ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮০।
৫. মধুসূদন, শশাঙ্কমোহন সেন, ঢাকা, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ।
৬. মধুসূদন-দীনবন্ধু রচনাবলী, বিষ্ণু বসু ও তীর্থপতি দত্ত সম্পা., তুলিকলম, কলকাতা, ১৯৮৭
৭. শ্রীরায় বিনোদ প্রণীত 'পদ্মাপুরাণ', মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া সম্পা., ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৩
৮. কবিকঙ্কণ-চণ্ডী, শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন- চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হৃষিকেশ বসু সম্পা., কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
৯. কাশীরাম দাস বিরচিত 'মহাভারত' (১ম ও ২য় খণ্ড), স্বামী পরমানন্দ সম্পা., গ্রন্থ প্রকাশ, কলিকাতা।
১০. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ, মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পা., মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৪।
১১. রঙ্গলাল-গ্রন্থাবলী, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (প্রকা.), বসুমতি সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা।
১২. কৃত্তিবাস বিরচিত 'রামায়ণ', সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পা., ভারবি, কলিকাতা, ১৯৮১।

মেঘনাদবধ কাব্যে নামধাতুরূপে ব্যবহৃত শব্দসমূহের বর্ণানুক্রমিক তালিকা :

অগ্রসরি (= অগ্রসর হয়ে)

১. রোষে *অগ্রসরি* শূর গরজি কহিলা;-পৃ. ৫৭

২. আশু *অগ্রসরি-*
সুগ্রীব বন্দিলা সখা বীরেন্দ্র লক্ষ্মণে। পৃ. ৭৫

৩. *অগ্রসরি* শিখিধ্বজ রথে,
শিঞ্জিনী আকর্ষি রোষে তারকারি বলী
রোধিলা সে রথগতি। পৃ. ৯৮

অধীরিয়া (= অধীর হয়ে)

১. *অধীরিয়া* বসুধারে পদভরে, চলে
দন্তী আস্ফালিয়া শুণ্ড, ... পৃ. ৪২

অবগাহ (= অবগাহন করো)

১. *অবগাহ* দেহ, দেবি, সুবাসিত জলে, ... পৃ. ৭৯

অবগাহি (= অবগাহন ক'রে)

১. সরসে পশি, *অবগাহি* দেহ,
নীলোৎপলাঞ্জলি দিয়া পূজিনু মায়েরে
ভক্তিভাবে। পৃ. ৮১

অবগাহে (= অবগাহন করে)

১. তরল সলিলে
পশি, কৌমুদিনী পুনঃ *অবগাহে* দেহ
রজোময়; ... পৃ. ৫৪

২. নিশার শিশিরে যথা *অবগাহে* দেহ
কুসুম, ... পৃ. ৯০

অবচয়ি (= চয়ন ক'রে)

১. *অবচয়ি* ফুল-চয়ে সে নিকুঞ্জ-বনে, ... পৃ. ৫৫

২. *অবচয়ি* ফুলচয়, চলিছে মালিনী
কোথাও, ... পৃ. ৮৫

অবহেল (= অবহেলা করো)

১. বিজ্ঞতম তুমি, নাথ! কেন *অবহেল*
দেব-আজ্ঞা? পৃ. ৮১

২. দেবাদেশ, বলি, কেন *অবহেলা*? পৃ. ৮২

অবহেলি (= অবহেলা ক'রে)

১. ধীরে ধীরে, বৈরীদলে যেন *অবহেলি*,
চলি গেলা বামাকুল। পৃ. ৬০

২. *অবহেলি* শরানলে; বিরহ-অনলে
(দুরূহ) ডরাই সদা; ... পৃ. ৬২

৩. মণি, মুক্তা, রতন, কি আছে লো জগতে,
যাহে নাহি *অবহেলি* লভিতে এ ধনে? পৃ. ৬৪

অর্পিছে (= অর্পণ করেছে)

১. অমূল্য রতনে
রামের, ভিখারী রাম *অর্পিছে* তোমারে,
রথীবর! পৃ. ৮৩

* **অর্পিবে (= অর্পণ করবে)**

১. ... সাধ্বী মৈথিলীরে, শূর *অর্পিবে* তোমারে
দেবকুল! পৃ. ৯৭

অস্থিরিলা (= অস্থির করলেন)

১. রুষি লঙ্কাপতি
চোক্ চোক্ শরে শূর *অস্থিরিলা* শূরে। পৃ. ৯৯

আঁধারি (= আঁধার ক'রে)

১. মহাছায়া পড়িল ভূতলে,
আঁধারি অযুত বন, গিরি, নদ, নদী। পৃ. ৯৬

২. কতকাল অতল সলিলে
বসিবেন আর রমা, *আঁধারি* জগতে? পৃ. ৯৭

আঁধারিলি (= আঁধার করলি)

১. কার ঘর *আঁধারিলি*, নিবাইয়া এবে
প্রেম-দীপ? পৃ. ৬৯

আক্রমি (= আক্রমণ ক'রে)

১. সহসা, শার্দ্দূলাক্রমে *আক্রমি* রাক্ষসে,
নাশ তারে! পৃ. ৭৭

২. সহসা, শার্দ্দূলাক্রমে *আক্রমি* রাক্ষসে,
নাশ্ তারে! পৃ. ৮১

আক্রমিবে (= আক্রমণ করবে)

১. কখন, কে জানে,
আসি *আক্রমিবে* ভীমা কোথায় কাহারে! পৃ. ৬১

আক্রমিলা (= আক্রমণ করলেন)

১. ... রামচন্দ্র *আক্রমিলা* রণে
কুমারে! পৃ. ৩৭

২. *আক্রমিলা* সুরবৃন্দে চতুরঙ্গ বলে
চামর— অমরত্রাস। পৃ. ৯৭

আক্রমিলে (= আক্রমণ করলে)

১. *আক্রমিলে* হুতাশন কে ঘুমায় ঘরে? পৃ. ৭৯

আক্রমে (= আক্রমণ করে)

১. ... পাছে ভীমা *আক্রমে* সহসা,
হেরি গতজীব শিশু বিবশা বিষাদে! পৃ. ৯০

আঘাতিতে (= আঘাত করতে)

১. নিরস্ত্র যে অরি,
নহে রথীকুলপ্রথা *আঘাতিতে* তারে। পৃ. ৮৭

আচরিব (= আচরণ করবো)

১. ... কোন্ অপরাধে
বৈরি-ভাব *আচরিব* তোমাদের সাথে? পৃ. ৫৯

আচ্ছাদিছে (= আচ্ছাদন করছে)

১. গ্রীবাদেশ *আচ্ছাদিছে* কাদম্বিনীরূপী
কবরী; পৃ. ৮২

আচ্ছাদিয়া (= আচ্ছাদন ক'রে)

১. উড়িল নারাচ *আচ্ছাদিয়া* নিশানাথে। পৃ. ৬১

আচ্ছাদিল (= আচ্ছাদন করল)

১. নিশার শিশিরে ধৌত কুসুম-আসার
আচ্ছাদিল শৃঙ্গবরে! পৃ. ৫১

আদেশিনু (= আদেশ করলাম)

১. নিজ নিজ রাজ্য আজি রক্ষিতে দিক্‌পালে
আদেশিনু জগদম্বে। পৃ. ৯৪

আদেশিব (= আদেশ করবো)

১. ... মেঘদলে আমি
আদেশিব আবরিতে গগনে; ... পৃ. ৫৩

আদেশিলা (= আদেশ করলেন)

১. এতেক কহিয়া রাজা, দূতপানে চাহি,
আদেশিলা,— পৃ. ৩৭

২. তবপদে এ সংবাদ দেবী
আদেশিলা নিবেদিতে দাসেরে, অন্নদে! পৃ. ৪৮

৩. দেবপতি
ইন্দ্র *আদেশিলা* দাসে সে ধ্যান ভাঙিতে। পৃ. ৫০

৪. অগ্নিকণা পরশে যেমিত
বারুদ, উঠিয়া বলী, *আদেশিলা* দূতে— পৃ. ৯২

আদেশিলে (= আদেশ করলে)

১. শুনেছি মৈথিলী-নাথ *আদেশিলে,* জলে
ভাসে শিলা, ... পৃ. ৭৯

আন্দোলি (= আন্দোলিত করে)

১. মৃণালভুজ আনন্দে *আন্দোলি*
চন্দ্রাননা। পৃ. ৩৫

আবর (= আবৃত করো)

১. অভেদ্য কবচ-রূপে *আবর* শূরেরে! পৃ. ৮০

আবরি (= আবৃত ক'রে)

১. উচ্চ কুচ *আবরি* কবচে
সুলোচনা, কটিদেশে যতনে আঁটিলা
বিবিধ রতনময় স্বর্ণ-সারসনে। পৃ. ৫৬

২. *আবরি* বদন আমি, ঘোমটায় সখি,
কর-পুটে কহিনু, ... পৃ. ৬৮
৩. মন্দ্রিলা জীমূতবৃন্দ *আবরি* অম্বরে, পৃ. ৯৫

আবরিছে (= আবৃত করছে)

১. কাল মেঘসম
দেবক্রোধ *আবরিছে* স্বর্ণময়ী আভা
চারিদিকে। পৃ. ৮১
২. পক্ষছায়া *আবরিছে*, ঘনদল যেন,
গগন; পৃ. ৮২
৩. ধূমপুঞ্জ উড়ি
আবরিছে দিননাথে ঘন ঘন রূপে; পৃ. ৯৩

আবরিতে (= আবৃত করতে)

১. ... মেঘদলে আমি
আদেশিব *আবরিতে* গগনে; ... পৃ. ৫৩
২. কিন্তু নিশাকালে কবে ধূমপুঞ্জ পারে
আবরিতে অগ্নি-শিখা ? পৃ. ৫৭
৩. নারিবে রজনী, মূঢ়, *আবরিতে* তোরে। পৃ. ৮৯

আবরিব (= আবৃত করবো)

১. নিকষে যথা অসি, *আবরিব*
মায়াজালে আমি দোঁহে। পৃ. ৭৭
২. পিধানে যথা অসি, *আবরিব*
মায়াজালে আমি দোঁহে। পৃ. ৮১

আবরিল (= আবৃত করলো)

১. সহসা মেঘ *আবরিল* চাঁদে
নির্ঘোষে! পৃ. ৭৫

আবরিলা = (আবৃত করলেন)

১. মেঘদল আসি যেন *আবরিলা* রুষি
গগনে; ... পৃ. ৩৭
২. ... মায়াময়ী, *আবরিলা* চারু অবয়বে। পৃ. ৫১

৩. *আবরিলা* অবয়ব সুচারু-হাসিনী
শরমে। পৃ. ৭৮

আবরিলে (= আবৃত করলে)

১. আঁধার জগত, মরি, ঘন *আবরিলে*
দিননাথে! পৃ. ৩৬

আবির্ভাবি (= আবির্ভূত হয়ে)

১. *আবির্ভাবি* বর দিলা মায়া। পৃ. ৮১

২. দেবদল যবে,
আবির্ভাবি ভবতলে, পূজেন রমেশে। পৃ. ৮৫

আমোদি (= আমোদিত ক'রে)

১. শত স্বর্ণ-ধূপদানে পুড়িছে অগুরু,
গন্ধরস, গন্ধামোদে *আমোদি* দেউলে। পৃ. ৪২

২. ... *আমোদি* পথ ফুল-পরিমলে
উজলি চৌদিক রূপে, ... পৃ. ৮৫

আমোদিছে (= আমোদিত করেছে)

১. ... *আমোদিছে* দেশ, মিলিয়া সুরভি
কুসুম-বাসের সহ। পৃ. ৭৭

আর্দ্রিবে (= আর্দ্র করবে বা ভিজিয়ে দেবে)

১. রক্ষঃকুলাঙ্গনা, দেব, *আর্দ্রিবে* মহীরে
চক্ষুঃজলে। পৃ. ৯২

আর্দ্রিল (= আর্দ্র করল বা ভিজিয়ে দিল)

১. শোণিতস্রোতঃ, হায়, অকারণে,
বরিষার জলসম, *আর্দ্রিল* মহীরে। পৃ. ৮১

২. লোহ সহ মিশি অশ্রুধারা,
অনর্গল বহি, হায়, *আর্দ্রিল* মহীরে। পৃ. ৮৯

আরম্ভিবে (= আরম্ভ করবে)

১. অবিলম্বে, হায়, *আরম্ভিবে*
কাল রণ, পীতাম্বর, স্বর্ণলঙ্কাপুরে
দেব, রক্ষঃ, নররোষে! পৃ. ৯৬

আরম্ভিল (= আরম্ভ করলো)

১. 'কেমনে, হে মহামতি', পুনঃ *আরম্ভিল*
ভগ্নদূত, ... পৃ. ৩৭

আরম্ভিলা (= আরম্ভ করলেন)

১. প্রণমি রাজেন্দ্রপদে, করযুগ যুড়ি,
আরম্ভিলা ভগ্নদূত; — পৃ. ৩৭

২. ছয় রাগ, মূর্ত্তিমতী
ছত্রিশ রাগিণীসহ, আসি *আরম্ভিলা*
সঙ্গীত। পৃ. ৪৬

৩. কর-যোড়ে *আরম্ভিলা*
দম্ভোলি-নিক্ষেপী;- পৃ. ৪৮

৪. তোমার বিরহ-শোকে বিশ্ব-ভার ত্যজি
বিশ্বনাথ, *আরম্ভিলা* ধ্যান; পৃ. ৫০

৫. বিড়ালাক্ষ (বিরূপাক্ষ যথা
সর্ব্বনাশী) হনুমানসহ *আরম্ভিলা* কোপে
সংগ্রাম। পৃ. ৯৭

আরম্ভিলে (= আরম্ভ করল)

১. নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ করি, *আরম্ভিলে*
যুদ্ধ দম্ভী মেঘনাদ, ... পৃ. ৪৭

আরাধিল (= আরাধনা করলো)

১. আকাশের পানে চাহি, কৃতাঞ্জলি পুটে,
আরাধিল রঘুবর; পৃ. ৮৩

আরাধিলা (= আরাধনা করলেন)

১. আকাশের পানে চাহি *আরাধিলা* কাঁদি; পৃ. ৮০

২. কনকাসনে বিরাজেন যথা
মাধব, প্রণমি সাধ্বী *আরাধিলা* দেবে;—পৃ. ৯৫

আরাধেন (= আরাধনা করেন)

১. ... যথা রক্ষঃকুলেশ্বরী
আরাধেন চন্দ্রচূড়ে রক্ষিতে নন্দনে—
বৃথা! পৃ. ৯১

আরোহি (= আরোহণ ক'রে)

১. *আরোহি* রথে দেবরাজ রথী
চলি গেলা দ্রুতগতি মায়ার সদনে। পৃ. ৫২

আরোহিলা (= আরোহণ করলেন)

১. শুনি প্রণয়ীর বাণী, হাসি নিতম্বিনী,
ধরিয়া পতির কর, *আরোহিলা* রথে। পৃ. ৪৭

২. সিংহনাদে শূরসিংহ *আরোহিলা* রথে; ... পৃ. ১০০

আলিঙ্গি (= আলিঙ্গন ক'রে)

১. *আলিঙ্গি* কুমারে, চুম্বি শিরঃ, মৃদুস্বরে
উত্তর করিলা তবে স্বর্ণ-লঙ্কাপতি;- পৃ. ৪৫

২. চুম্বি শিরঃ, *আলিঙ্গি* আদরে
অনুজে, কহিলা প্রভু সজল নয়নে,- পৃ. ৯০

আশীষি (= আশীর্বাদ বা শুভ কামনা ক'রে)

১. *আশীষি* রতিরে হাসি কহিলা অম্বিকা;- পৃ. ৪৯

২. *আশীষি* সুধিলা দেবী;- পৃ. ৫২

৩. স্বর্ণাসনে বসিলা *আশীষি*
মায়া। পৃ. ৭৩

৪. প্রণামের ছলে বলী *আশীষি* রাক্ষসে,
দাঁড়াইলা করপুটে, ... পৃ. ৯২

আশীষিনু (= আশীর্বাদ করলাম)

১. ... সুপ্রসন্ন বিধি
এতদিনে মোর প্রতি; *আশীষিনু* তোরে! পৃ. ৫৯

আশীষিয়া (= আশীর্বাদ ক'রে)

১. *আশীষিয়া* হৈমাসনে বসি,
পদ্মাক্ষী পুণ্ডরীকাক্ষ-বক্ষোনিবাসিনী
কহিলা; ... পৃ. ৪৬

২. *আশীষিয়া* রথী
কুশাসনে বসি তবে কহিলা সুস্বরে;-পৃ. ৫৪

৩. *আশীষিয়া*, বীর দাশরথি
সুধিলা; ... পৃ. ৫৯

৪. *আশীষিয়া*, সুকেশিনী কেশববাসনা
দেবেশে, ... পৃ. ৯৪

আশীষিলা (= আশীর্বাদ করলেন)

১. ... আনন্দে তথাস্তু, বলি *আশীষিলা* মাতা। পৃ. ৮৩

আশীষিলে (= আশীর্বাদ করলে)

১. কে আঁটিবে দাসে, দেবি, তুমি *আশীষিলে?* পৃ. ৭৯

আশ্বাসি (= আশ্বাস দিয়ে)

১. — *আশ্বাসি* মদনে, হাসি কহিলা শঙ্করী;– পৃ. ৫০

আশ্বাসিলা (= আশ্বাস দিলেন)

১. *আশ্বাসিলা* মহেষ্বাসে বিভীষণ বলী। পৃ. ৮৩

আস্ফালি (= আস্ফালন করে)

১. ... উলঙ্গিয়া অসিরাশি, কার্ম্মুক টঙ্কারি,
আস্ফালি ফলকপুঞ্জ! পৃ. ৫৬

২. আইল ধাই রক্ত-বর্ণ-আঁখি
হর্যক্ষ, *আস্ফালি* পুচ্ছ, দন্ত কড়মড়ি। পৃ. ৭৫

৩. বাহিরিল অগ্নিবর্ণ রথগ্রাম বেগে
স্বর্ণধ্বজ; ধূম্রবর্ণ বারণ, *আস্ফালি*
ভীষণ মুদ্‌গর শুণ্ডে; ... পৃ. ৯২

আস্ফালিয়া (= আস্ফালন ক'রে)

১. ... চলে
দন্তী *আস্ফালিয়া* শুণ্ড, দণ্ডধর যথা
কাল-দণ্ড। পৃ. ৪২

আস্ফালিল (= আস্ফালন করলো)

১. দুরন্ত কৌন্তিক-কুল কুন্তে *আস্ফালিল*; পৃ. ৬১

আস্ফালিলা (=আস্ফালন করলেন)

১. *আস্ফালিলা* শূলে কেহ; হাসিলা কেহ বা
অট্টহাসে টিটকারি; পৃ. ৫০

আহ্বানি (= আহ্বান করি)

১. ধর্ম্মে সাক্ষী মানি আমি *আহ্বানি* তোমারে; — পৃ. ৭৫

২. দেবাদেশে রণে আমি *আহ্বানি* রে তোরে! পৃ. ৮৬

৩. ... আজি পড়ি হে ভূতলে?
নাদে শৃঙ্গনাদী, শুন, *আহ্বানি* তোমারে; পৃ. ৮৯

৪. ... আন হেথা *আহ্বানি* সত্বরে
সৈন্যাধ্যক্ষ দলে তুমি। পৃ. ৯৩

আহ্বানিল (= আহ্বান করল)

১. *আহ্বানিল* ভীম রবে সুগ্রীবে উদগ্র
রথীশ্বর; পৃ. ৯৭

ইচ্ছি (= ইচ্ছা করি)

১. হেরি তব অশ্রু-বারি *ইচ্ছি* মরিবারে! পৃ. ৬৫

২. হে পিতৃব্য, তব বাক্যে *ইচ্ছি* মরিবারে! পৃ. ৮৭

উতরিনু (= পৌঁছলাম, উত্তরণ করলাম বা উপস্থিত হলাম)

১. অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি, *উতরিনু* যবে
লঙ্কাপুরে, ... পৃ. ৫৭

উতরিলা (= পৌঁছলেন বা উপস্থিত হলেন)

১. *উতরিলা* দূতী
যথায় কমলালয়ে, কমল-আসনে,
বসেন কমলময়ী কেশব-বাসনা
লঙ্কাপুরে। পৃ. ৪১

২. হেনকালে মধু-সখা *উতরিলা* তথা। পৃ. ৫২

উত্তরিলা (= উত্তর করলেন বা দিলেন)

১. *উত্তরিলা* মূরলা রূপসী;– পৃ. ৪২

উদ্ধারি (= উদ্ধার ক'রে)

১. নাহি কাজ সীতায় *উদ্ধারি*। পৃ. ৮১

২. নাহি কাজ, মিত্রবর, সীতায় *উদ্ধারি*। পৃ. ৮২

উদ্ধারিতে (= উদ্ধার করতে)

১. ... *উদ্ধারিতে*
গোধন, সাজিলা শূর শমীবৃক্ষ মূলে। পৃ. ৪৪

উদ্ধারিব (= উদ্ধার করবো)

১. *উদ্ধারিব*, ঘোর যুদ্ধে নাশি
রাক্ষসে, জানকী সতী; পৃ. ৭৬

২. *উদ্ধারিব* মিত্রবধূ বধি আজি তোরে! পৃ. ৯৯

উদ্ধারে (= উদ্ধার করে)

১. উপকারী জনে,
মহৎ যে প্রাণ-পণে *উদ্ধারে* বিপদে! পৃ. ৯৪

উদিল (= উদিত হ'লো)

১. ধূমকেতু রাশি যেন *উদিল* সহসা
আকাশে। পৃ. ৯৩

উদিলা (= উদিত হলেন)

১. সচকিতে জগত জাগিলা,
ভাবি রবিদেব বুঝি উদয়-অচলে
উদিলা! পৃ. ৪৭

২. *উদিলা* আদিত্য এবে উদয়-অচলে, ... পৃ. ৯০

উদে (= উদিত হয়)

১. শশাঙ্কের অগ্রে, সতি, *উদে* লো রোহিণী! পৃ. ৮০

উদেন (উদিত হলেন)

১. ... একচক্র রথে
উদেন আদিত্য যবে উদয়-অচলে! পৃ. ৯৭

উন্মীলি (= উন্মীলিত হয়ে)

১. *উন্মীলি* নয়ন এবে উঠিলা ধূর্জ্জটি। পৃ. ৫১

২. কহিল রাঘব-রিপু; ইন্দীবর আঁখি
উন্মীলি, দেখ লো চেয়ে, ... পৃ. ৭১

৩. *উন্মীলি* নয়ন-পদ্ম সুপ্রসন্ন ভাবে,
চাহিলা মহীর পানে। পৃ. ৯০

উন্মীলিছে (= উন্মীলিত করেছে)

১. *উন্মীলিছে* পুনঃ আঁখি, চমকি তরাসে
মেনকা, ... পৃ. ৭৩

উলঙ্গিয়া (উলঙ্গ বা অনাবৃত ক'রে)

১. বাহিরিল বামাদল বীরমদে মাতি
উলঙ্গিয়া অসিরাশি, ... পৃ. ৫৬

কর্ষিলা (= আকর্ষণ করলেন)

১. কার্ম্মুক ধরি *কর্ষিলা*; রহিল
সৌমিত্রির হাতে ধনুঃ! পৃ. ৮৭

কল্লোলিল (= কল্লোল করলো)

১. তুঙ্গ-শৃঙ্গধরাকারে তরঙ্গ-আবলী
কল্লোলিল, ... পৃ. ৫৩

কল্লোলিলা (=কল্লোল করলেন)

১. *কল্লোলিলা* জলপতি; কাঁপিলা বসুধা, ... পৃ. ৮৪

২. *কল্লোলিলা* উথলিয়া সভয়ে জলধি, পৃ. ৯৩

কুহরি = (= কুহরণ ক'রে)

১. জাগাত প্রভাতে মোরে *কুহরি* সুস্বরে
পিক-রাজ! পৃঃ ৬৫

কুহরিছে (= কুহরণ করছে বা কুহু রব করছে)

১. *কুহরিছে* ডালে
কোকিল; ভ্রমর দল ভ্রমিছে গুঞ্জরি; পৃ. ৪৩

২. *কুহরিছে* পিকবর; কুসুম ফুটিছে; পৃ. ৫৫

কূজনিছে (=কূজন করছে)

১. ওই শুন, *কূজনিছে* বিহঙ্গম বনে। পৃ. ৭৯

কূজনিল (= কূজন করলো)

১. *কূজনিল* পাখী
নিকুঞ্জে, গুঞ্জরি অলি, ধাইল চৌদিকে
মধুজীবী; পৃ. ৮৩

কোপি (= কুপিত হ'য়ে)

১. গম্ভীরে যেমতি
নিশীথে অম্বরে মন্দ্রে জীমূতেন্দ্র *কোপি*
কহিলা বীরেন্দ্র বলী, -পৃ. ৮৮

খর্ব্বিলা (= খর্ব করলেন)

১. *খর্ব্বিলা* বলির গর্ব্ব খর্ব্বাকারছলে,
বামন! পৃ. ৯৬

গঞ্জি (= গঞ্জনা করি)

১. কিন্তু নাহি *গঞ্জি* তোমা, গুরুজন তুমি
পিতৃতুল্য। পৃ. ৮৭

২. কিন্তু বৃথা *গঞ্জি* তোমা! পৃ. ৮৮

গম্ভীরে (= উচ্চ শব্দ ক'রে)

১. *গম্ভীরে* অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী, ... পৃ. ৫৬

২. এতেক ভাবিয়া মনে অঞ্জনা-নন্দন
(প্রভঞ্জন স্বনে যথা) কহিলা *গম্ভীরে*; পৃ. ৫৮

৩. *গম্ভীরে* যেমতি
নিশীথে অম্বরে মন্দ্রে জীমূতেন্দ্র কোপি
কহিলা বীরেন্দ্র বলী, পৃ. ৮৮

৪. রাবণের কর্ণমূলে কহিলা *গম্ভীরে*
বীরভদ্র; পৃ. ১০০

৫. বাজিল রাক্ষস-বাদ্য, নাদিল *গম্ভীরে*
রাক্ষস; পৃ. ১০০

গর্জ্জি (= গর্জন ক'রে)

১. কহিল যে কত দুষ্টমতি,
কভু রোষে *গর্জ্জি*, ... পৃ. ৬৮

২. *গর্জ্জি* গজ সাপটে প্রমদে
মুদ্‌গর; পৃ. ৮৫

৩. সরোষে রাবণি
ধাইলা লক্ষ্মণ পানে *গর্জ্জি* ভীম নাদে; ... পৃ. ৮৮

৪. যথা যবে ঘোর বনে নিষাদ বিঁধিলে
মৃগেন্দ্র নশ্বর শরে, *গর্জ্জি* ভীম নাদে
পড়ে মহীতলে হরি, ... পৃ. ৯২

৫. এতেক কহিয়া বলী *গর্জ্জি* নিক্ষেপিলা
গিরিশৃঙ্গ। পৃ. ৯৯

গ্রাসয়ে (= গ্রাস করে)

১. ক্ষুধায় কাতর ব্যাঘ্র *গ্রাসয়ে* যেমতি
স্বশিশু! পৃ. ৭৯

গ্রাসিল (= গ্রাস করলো)

১. লজ্জা-বেশে রাহু আসি *গ্রাসিল* চাঁদেরে, ... পৃ. ৫২

২. প্লাবন নাদি *গ্রাসিল* সহসা
পুরী, পল্লী; ... পৃ. ৯৫

৩. *গ্রাসিল* মিহিরে রাহু, সহসা আঁধারি
তেজঃ পুঞ্জ! পৃ. ৮৬

গ্রাসিলা (= গ্রাস করলেন)

১. *গ্রাসিলা* দাসেরে আসি রোষে বিভাবসু, ... পৃ. ৫০

গুঞ্জরিলে (= গুঞ্জরণ করলে)

১. *গুঞ্জরিলে* অলি,
নাতিনী-জামাই বলি বরিতাম তারে! পৃঃ ৬৬

গ্রহিলা (= গ্রহণ করলেন)

১. ... সতি,
হিম্রাদ্রির গৃহে জন্ম *গ্রহিলা* আপনি, ... পৃ. ৫০

ঘর্ঘরি (= ঘর্ঘর ক'রে)

১. চলিল পুষ্পক বেগে *ঘর্ঘরি* নির্ঘোষে; পৃ. ৯৯

ঘর্ঘরিল (= ঘর্ঘর করলো)

১. *ঘর্ঘরিল* রথচক্র নির্ঘোষে, উগরি
বিস্ফুলিঙ্গ; পৃ. ৯৭

ঘোষিল (= ঘোষিত বা শব্দিত হ'লো)

১. গম্ভীর নির্ঘোষে
ঘোষিল রথের চক্র, চূর্ণি মেঘদলে। পৃ. ৫২

২. মুহুর্মুহুঃ ভয়ে মহী কাঁপিলা; *ঘোষিল*
উথলিয়া জলদল। পৃ. ৮২

৩. অম্বুরাশি সম কম্বু *ঘোষিল* চৌদিকে
অযুত; পৃ. ৯৭

ঘোষিলা (= ঘোষণা করলেন)

১. গম্ভীর নির্ঘোষে দূরে *ঘোষিলা* সহসা
ঘনদল; পৃ. ৮৪

ঘোষে (= শব্দ করে বা ঘোষণা করে)

১. গম্ভীরে নির্ঘোষে যথা *ঘোষে* ঘনপতি
দূরে! পৃ. ৫৬

চিত্রিলা (= চিত্রিত করলেন)

১. লাক্ষারসে পা দুখানি *চিত্রিলা* হরষে
চারুনেত্রা। পৃ. ৫০

চুম্বি (= চুম্বন ক'রে)

১. আলিঙ্গি কুমারে *চুম্বি* শিরঃ, মৃদুস্বরে
উত্তর করিলা তবে স্বর্ণ-লঙ্কাপতি; পৃ. ৪৫

২. কোন্ কোন্ ফুল *চুম্বি* কি ধন পাইলা। পৃ. ৪৬

৩. ... কহিলা (আদরে
চুম্বি নিমীলিত আঁখি) ডাকিছে কূজনে, ... পৃ. ৭৭

৪. মহাদরে শিরঃ *চুম্বি* কহিলা মহিষী,– পৃ. ৭৯

৫. *চুম্বি* শিরঃ, আলিঙ্গি আদরে
অনুজে, কহিলা প্রভু সজল নয়নে– পৃ. ৯০

চুম্বিতাম (= চুম্বন করতাম)

১. *চুম্বিতাম*, মঞ্জরিত যবে
দম্পতী, মঞ্জরীবৃন্দে, আনন্দে সম্ভাষি
নাতিনী বলিয়া সবে! পৃ. ৬৬

চূর্ণি (= চূর্ণ ক'রে)

১. নতুবা মারিব
শিলাঘাতে *চূর্ণি* শির! পৃ. ৭৫

চূর্ণিব (= চূর্ণ করবো)

১. রক্ষঃকূল-চূড়ামণি *চূর্ণিব* কৌশলে
আজি। পৃ. ৭৩

চেতনিলা (= চেতন করলেন)

১. রুদ্রতেজে বীরভদ্র আশু *চেতনিলা*
রক্ষোবরে। পৃ. ৯২

ছলয়ে (=ছলনা করে)

১. মারীচ কি ছলে
(মরুভূমে মরীচিকা *ছলয়ে* যেমতি!)
ছলিল; ... পৃ. ৬৭

ছলিতে (= ছলনা করতে)

১. *ছলিতে* দাসেরে সতী কত যে পাতিলা
মায়াজাল, ... পৃ. ৮১

ছলিল (= ছলনা করলো)

১. কি ছলে *ছলিল* রাম, ঠাকুর লক্ষ্মণে
এ চোর? পৃ. ৬৫

২. মারীচ কি ছলে
(মরুভূমে মরীচিকা ছলয়ে যেমতি!)
ছলিল, ... পৃ. ৬৭

ঝন্‌ঝনিল (= ঝন্‌ঝন্ করলো)

১. *ঝন্‌ঝনিল* অসি
পিধানে, ধ্বনিল বাজি তূণীর-ফলকে, ... পৃ. ৮৬

২. হেষি আস্কন্দিল
হয়-বৃন্দ; *ঝন্‌ঝনিল* কৃপাণ পিধানে। পৃ. ৬১

টঙ্কারি (= টঙ্কার (শব্দ) ক'রে)

১. কোদণ্ড'*টঙ্কারি* রোষে কহিলা হুঙ্কারে; –পৃ. ৫৭

২. *টঙ্কারি* ধনুঃ ধনুর্দ্ধর বলী
রোধিলা প্রবেশ পথ! পৃ. ৯৭

৩. *টঙ্কারি* ধনু, তীক্ষ্মতর শরে
মুহূর্ত্তে ভেদিল ব্যূহ বীরেন্দ্র- কেশরী, ... পৃ. ৯৮

৪. *টঙ্কারি* কোদণ্ড পুনঃ রক্ষঃ- চূড়ামণি ... পৃ. ৯৯

টঙ্কারিছে (= টঙ্কার (শব্দ) করছে)

১. শিঞ্জিনী আকর্ষি রোষে *টঙ্কারিছে* বামা
হুঙ্কারে। পৃ. ৬২

টঙ্কারিলা (= টঙ্কার (শব্দ) করলেন)

১. শিঞ্জিনী আকর্ষি রোষে, *টঙ্কারিলা* ধনুঃ
বীরেন্দ্র, ... পৃ. ৪৫

২. ... হুঙ্কারে ধনুঃ *টঙ্কারিলা* বলী। পৃ. ৮৮

৩. দেবদত্ত ধনুঃ ধন্বী *টঙ্কারিলা* রোষে। পৃ. ৯৯

ডরি (= ডর বা ভয় করি)

১. পন্নগ-অশনে নাগ নাহি ডরে যত
ততোধিক *ডরি* তারে আমি! পৃ. ৪৭

২. তব ডরে *ডরি* দেবী বিরাম-দায়িনী
নিদ্রা নাহি যান, ... পৃ. ৭৩

৩. রাবণ নন্দন আমি, না *ডরি* পবনে! পৃ. ৮৯

৪. না *ডরি* রাবণে, মাতঃ, রাবণি বিহনে! পৃ. ৯৪

৫. ক্ষত্রকুলে জন্ম মম, রক্ষঃকুলপতি,
নাহি *ডরি* যমে আমি; পৃ. ১০০

ডরিব (= ডর বা ভয় করব)

১. কেন আর *ডরিব* রাক্ষসে,
রঘুপতি? পৃ. ৬১

ডরিবে (= ডর বা ভয় করবে)

১. কি দেখি
ডরিবে এ দাসে হেন দুর্ব্বল মানবে? পৃ. ৮৮

ডরে (= ডর বা ভয় করে)

১. জন্মভূমি-রক্ষাহেতু কে *ডরে* মরিতে?
যে ডরে, ভীরু সে মূঢ়; শত ধিক্ তারে! পৃ. ৩৯

২. পন্নগ-অশনে নাগ নাহি *ডরে* যত
ততোধিক ডরি তারে আমি! পৃ. ৪৭

৩. তব *ডরে* ডরি দেবী বিরাম-দায়িনী
নিদ্রা নাহি যান, ... পৃ. ৭৩

তাণ্ডবি (= তাণ্ডব ক'রে)

১. চামুণ্ডা যেমতি
রক্তবীজে নাশি দেবী, *তাণ্ডবি* উল্লাসে, ... পৃ. ১০০

তিষ্ঠাইলা (= তিষ্ঠিত করলেন)

১. কূর্ম্মপৃষ্ঠে *তিষ্ঠাইলা* দাসীরে প্রলয়ে
কূর্ম্মরূপে; পৃ. ৯৬

তুষি (= তোষণ ক'রে)

১. মধুর সম্ভাষে *তুষি* কিষ্কিন্ধ্যা-পতিরে, ... পৃ. ৭৫

২. দেহ অনুমতি এবে *তুষি* দশাননে। পৃ. ৯১

তুষিতেন (= তোষণ করতেন)

১. কত যে আদরে
তুষিতেন প্রভু মোরে, বরষি বচন-
সুধা, হায়, কব কারে? পৃ. ৬৬

তুষিলা (= তোষণ বা সন্তুষ্ট করলেন)

১. *তুষিলা* রাক্ষসে
ভকত-বৎসল তুমি; পৃ. ১০০

তোষ (= তোষণ কর)

১. ... *তোষ* তুমি মহেষ্বাস, পৌর জনগণে! পৃ. ৯২

ত্রাণিবে (= ত্রাণ করবে)

১. দানব, মানব, দেব কার সাধ্য হেন
ত্রাণিবে, সৌমিত্রি, তোরে, রাবণ রুষিলে? পৃ. ৮৯

দম্ভিব (= দগ্ধ করবো)

১. ... দ্রুত ইরম্মদে *দম্ভিব* কর্ব্বুরে। পৃ. ৭৪

দণ্ডি (= দণ্ড দিয়ে)

১. প্রচণ্ড আঘাতে
দণ্ডি তাত বিভীষণে, বাঁধিযে অধমে। পৃ. ৮৬

দণ্ডিবে (= দণ্ড দিবে)

১. আপনি না দিলে দণ্ড, কে *দণ্ডিবে*, দেবি, ... পৃ. ৪৮

২. লণ্ড ভণ্ড করি লঙ্কা *দণ্ডিবে* রাবণে
পতি তোর। পৃ. ৭১

দমনিয়া (= দমন ক'রে)

১. *দমনিয়া* ভব-দম দুরন্ত শমনে-
অমর! পৃ. ৬৩

দহিবে (= দহন করবে)

১. *দহিবে* বিপক্ষ দলে, শুষ্ক তৃণে যথা
দহে বহ্নি, রিপুদমী! পৃ. ৮৫

দানিনু (= দান করলাম)

১. *দানিনু* অভয়, ত্বরা কহ বার্ত্তা মোরে! পৃ. ৯২

দীপিছে (= দীপ্তি পাচ্ছে)

১. স্বর্ণদীপাবলী
দীপিছে, সুরভি তৈলে পূর্ণ— হীনতেজাঃ, ... পৃ. ৪২

২. *দীপিছে* ললাটে
শশিকলা, মনোরগ-ললাটে যেমতি
মণি! পৃ. ৭৫

ধাঁধি (= ধাঁধিয়ে বা ধাঁধা লাগিয়ে)

১. ইরন্মদে *ধাঁধি* বিশ্ব, গর্জ্জিল অশনি; পৃ. ৯৫

ধ্বনিল (= ধ্বনিত করলো)

১. —হায়রে, সে বাণী
ধ্বনিল হনুর কানে বীণাবাণী যথা ... পৃ. ৫৮

২. 'জয় রঘুপতি জয়! *ধ্বনিল* সকলে! পৃ. ৭০

৩. ঝন্‌ঝনিল অসি
পিধানে, *ধ্বনিল* বাজি তূণীর- ফলকে, ... পৃ. ৮৬

ধ্বনিলা (= ধ্বনিত করলেন)

১. একেবারে শত শঙ্খ ধরি
ধ্বনিলা, টঙ্কারি রোষে শত ভীম ধনুঃ, ... পৃ. ৫৭

নমস্কারি (= নমস্কার ক'রে)

১. পদযুগে নমি, *নমস্কারি*
মিত্রবর বিভীষণে, কহিলা সুমতি;–পৃ. ৮০

নমি (নমস্কার ক'রে)

১. চল প্রিয়ে, এবে
বিদায় হইব *নমি* জননীর পদে। পৃ. ৭৮

২. পদযুগে *নমি*, নমস্কারি
মিত্রবর বিভীষণে, কহিলা সুমতি; –পৃ. ৮০

নমিতাম (= নমস্কার করতাম)

১. ... তা হলে কি কভু
ভূমে লুটাইয়া শির *নমিতাম* তারে? পৃ. ৬৭

নমিয়া (=নমস্কার ক'রে)

১. *নমিয়া* সতীর পদে, কহিলা সরমা; পৃ. ৭২

নমিল (= নমস্কার করলো)

১. *নমিল* রক্ষক ;
জয় মেঘনাদ নাদ উঠিল গগনে! পৃ. ৭৮

নমিলা (= নমস্কার করলেন)

১. *নমিলা* মদন-প্রিয়া হরিপ্রিয়া-পদে। পৃ. ৪৯

নাদি (= নাদ ক'রে)

১. গম্ভীর নিনাদে *নাদি* অম্বুরাশি পতি
পূজিলা ভৈরব দূতে। পৃ. ৯১

২. প্লাবন *নাদি* গ্রাসিল সহসা
পুরী, পল্লী; পৃ. ৯৫

নাদিছে (= নাদ করছে)

১. ওই শুন, *নাদিছে* চৌদিকে
শৃঙ্খ শৃঙ্গনাদি গ্রাম। পৃ. ৮৬

২. অসংখ্য রাক্ষসবৃন্দ *নাদিছে* হুঙ্কারে। পৃ. ৯৪

নাদিল (= নাদ করলো)

১. *নাদিল* কম্বু অম্বুরাশি– রবে! পৃ. ৩৭

২. গরজিল গজ, শঙ্খ *নাদিল* ভৈরবে। পৃ. ৪১

৩. বাজিল রাক্ষস-বাদ্য, *নাদিল* রাক্ষস;–পৃ. ৪৬

৪. *নাদিল* দানব-বালা হুহুঙ্কার রবে, ... পৃ. ৫৭

৫. সহসা *নাদিল* ঠাট; পৃ. ৫৯

৬. কুসুমাসার বৃষ্টিলা আকাশে
মহানন্দে দেববৃন্দ; উল্লাসে *নাদিল*, ... পৃ. ৯০

৭. *নাদিল* গর্ম্ভীরে রক্ষঃ হেরি রক্ষোনাথে। পৃ. ৯৭

৮. বাজিল রাক্ষস-বাদ্য, *নাদিল* গম্ভীরে
রাক্ষস; পৃ. ১০০

নাদিলা (= নাদ করলেন)

১. *নাদিলা* কর্ব্বুরদল হেরি বীরবরে
মহাগর্ব্বে! পৃ. ৪৫

২. কেহ বা *নাদিলা,*
গহন বিপিনে যথা নাদে কেশরিণী, ... পৃ. ৬০

৩. শৃঙ্গ ধরি রক্ষোবর *নাদিলা* ভৈরবে। পৃ. ৯৩

৪. ক্ষোভে রোষে রক্ষঃসৈন্য *নাদিলা* নির্ঘোষে, ... পৃ. ৯৫

৫. *নাদিলা* ভৈরবে
মহেম্বাস, দূরে শূর হেরি রামানুজে। পৃ. ৯৯

নাদে (= নাদ করে)

১. গহন বিপিনে যথা *নাদে* কেশরিণী, ... পৃ. ৬১

২. *নাদে* গজ; রথচক্র ঘুরিল ঘর্ঘরে; পৃ. ৬১

নাদেন (= নাদ করেন)

১. দানব-দলনী-পদ্ম-পদ-যুগ ধরি
বক্ষে, বিরূপাক্ষ সুখে *নাদেন* যেমতি? পৃ. ৫৬

নারিবে (= না পারবে)

১. *নারিবে* রজনী, মূঢ়, আবরিতে তোরে। পৃ. ৮৯

নারিলা (= না পারলেন)

১. ধরিলা সত্বরে
দেব-অসি ইন্দ্রজিৎ; – *নারিলা* তুলিতে
তাহায়! পৃ. ৮৭

নাশ (= নাশ করো)

১. উঠি দেবরথে রথি, *নাশ* বাহুবলে
রাক্ষস অধর্ম্মচারী। পৃ. ৯৭

নাশি (= নাশ ক'রে)

১. উর্ম্মিলাবিলাসী *নাশি*, ইন্দ্রে নিঃশঙ্কিলা? পৃ. ৩৫

২. *নাশি* মেঘনাদে,
দেহ বৈদেহীরে পুনঃ বৈদেহী রঞ্জনে; পৃ. ৪৮

৩. উদ্ধারিব ঘোর যুদ্ধে *নাশি*
রাক্ষসে, জানকী সতী; পৃ. ৭৬

৪. শার্দ্দূল অবর্ত্তমানে; *নাশি* শিশু যথা
নিষাদ, পবনবেগে ধায় উর্দ্ধশ্বাসে ... পৃ. ৯০

৫. ... রক্তবীজে *নাশি* দেবি, তাণ্ডবি উল্লাসে,
অট্টহাসি রক্তাধরে, ... পৃ. ১০০

নাশিছে (= নাশ করছে)

১. বৃষপালে সিংহ যথা, *নাশিছে* রাক্ষসে
শূরেন্দ্র; পৃ. ৯৯

নাশিতে (= নাশ করতে)

১. সাজিলা রথীন্দ্রর্ষভ বীর- আভরণে,
হৈমবতীসুত যথা *নাশিতে* তারকে
মহাসুর; পৃ. ৪৪

২. দুইজন অনুরোধ করিছ আমারে
নাশিতে কনক-লঙ্কা। পৃ. ৪৮

৩. সাজিল দানব-বালা হৈমবতী যথা
নাশিতে মহিষাসুরে ঘোরতর রণে, ... পৃ. ৫৬

৪. সাজিনু এ বেশে আমি *নাশিতে* দানবে
সত্য-যুগে। পৃ. ৬২

নাশিব (= নাশ করবো)

১. আদেশ দাসেরে,
যাইব সমরে, মাতঃ, *নাশিব* রাঘবে! পৃ. ৭৯

২. অবশ্য *নাশিব* রক্ষে ও পদ প্রসাদে। পৃ. ৮১

নাশিবে (= নাশ করবে)

১. ঘোরতর রণে
নাশিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে। পৃ. ৫২

২. ... কি কৌশলে কালি
নাশিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে। পৃ. ৫৪
৩. কেমনে লক্ষ্মণ শূর *নাশিবে* রাক্ষসে? পৃ. ৬৩
৪. *নাশিবে* শূর, শিবের আদেশে, ... পৃ. ৮৪
৫. মুহূর্ত্তে *নাশিবে* রামে অনুজ লক্ষ্মণে
যুবরাজ, ... পৃ. ৮৫

নাশিল (= নাশ করলো)

১. যজ্ঞাগারে বলী
সৌমিত্রি *নাশিল* তারে মায়ার কৌশলে! পৃ. ৯১
২. পশি যজ্ঞাগারে,
নাশিল সৌমিত্রি তারে উমার প্রসাদে। পৃ. ৯১
৩. *নাশিল* সৌমিত্রি
দেবদৈত্যনরত্রাস ভীম মেঘনাদে! পৃ. ৯৩

নাশিলা (= নাশ করলেন)

১. ... কহ, শুনি আমি, কেমনে *নাশিলা*
দশাননাত্মজ শূরে দশরথাত্মজ? পৃ. ৩৭
২. ওই সব অস্ত্রবলে *নাশিলা* তারকে
ষড়ানন। পৃ. ৫৩
৩. কি কৌশলে বলী
সৌমিত্রি *নাশিলা* রণে দুর্ম্মদ রাক্ষসে, পৃ. ৯১

নাশে (= নাশ করে)

১. সবন্ধু-বান্ধবে মূঢ় *নাশে* অনায়াসে, ... পৃ. ৭৯

নিঃশঙ্কিলা (= নিঃশঙ্ক বা নির্ভয় করলেন)

১. ... উর্ম্মিলাবিলাসী নাশি, ইন্দ্রে *নিঃশঙ্কিলা?* পৃ. ৩৫

নিক্ষেপিলা (= নিক্ষেপ করলেন)

১. এতেক কহিয়া বলী গর্জ্জি *নিক্ষেপিলা*
গিরিশৃঙ্গ। পৃ. ৯৯
২. চক্ষের নিমিষে কোষা তুলি ভীমবাহু
নিক্ষেপিলা ঘোর নাদে লক্ষ্মণের শিরে। পৃ. ৮৭

নিনাদি (= নিনাদ ক'রে)

১. বাহিরিল চারি দ্বার দিয়া
রাক্ষস, *নিনাদি* রোষে; পৃ. ৯৭

২. পড়িল *নিনাদি*
বাজীরাজী; রণভূমি পূরিল ভৈরবে! পৃ. ৯৭

৩. ... অট্টহাসি রক্তাধরে, ফিরিলা *নিনাদি,*
রক্তস্রোতে আর্দ্রদেহ। পৃ. ১০০

নিনাদিছে (= নিনাদ বা শব্দ করছে)

১. কেহ শৃঙ্গ *নিনাদিছে*
ভৈরবে নিবারি নিদ্রা; পৃ. ৮৫

নিনাদিলা (= নিনাদ বা শব্দ করলেন)

১. সহসা আকাশ-দেশে, আকাশ-সম্ভবা
সরস্বতী *নিনাদিলা* মধুর নিনাদে। পৃ. ৮২

২. পুনঃ যেন জন্মি চণ্ডী *নিনাদিলা* রোষে! পৃ. ৯৩

৩. সে ভৈরব রবে রুষি, রক্ষঃ-অনীকিনী
নিনাদিলা বীরমদে, ... পৃ. ৯৪

নিনাদেন (= নিনাদ করেন)

১. ... *নিনাদেন* যথা
দানবদলনী দুর্গা দানব নিনাদে! পৃ. ৯৪

নিন্দে (= নিন্দা করে)

১. গ্রহদোষে দোষী জনে কে *নিন্দে*, সুন্দরী? পৃ. ৪০

নিবার (= বারণ করো)

১. *নিবার* যেন না যান সমরে
এ কুদিনে বীরমণি। পৃ. ৯১

২. হাসিয়া কহিলা শূলী বীরভদ্র শূরে
'*নিবার* লঙ্কেশে, বীর'। পৃ. ১০০

নিবারি (= নিবারণ, বারণ বা দূর ক'রে)

১. কেহ শৃঙ্গ নিনাদিছে
ভৈরবে *নিবারি* নিদ্রা; পৃ. ৮৫

নিবারিতে (= নিবারণ করতে)

১. এ সবার সহকারে নারি *নিবারিতে*
যে রক্ষে, কেমনে, কহ, ... পৃ. ৮২

নিবারিব (= নিবারণ করবো)

১. আশু *নিবারিব*
শোক তব, প্রেরি তোমা পুত্রবর যথা! পৃ. ১০০

নিবারে (= নিবারণ করে)

১. দেখিব কেমনে মোরে *নিবারে* নৃমণি? পৃ. ৫৬
২. *নিবারে* সতত সতী প্রেম-আলাপনে
এ কালাগ্নি। পৃ. ৬০
৩. দেখিব মোরে *নিবারে* কি বলে? পৃ. ৭৮

নিবাসি (= বাস করি)

১. ... না পশে যে দেশে জরা আনন্দে *নিবাসি*
চিরদিন! পৃ. ৭৬

নিবাসে (= বাস করে)

১. ডমরুধ্বনি শুনি কাল ফণী,
কভু কি অলসভাবে *নিবাসে* বিবরে? পৃ. ৩৭
২. ওই যে অসি, *নিবাসে* উহাতে
আপনি কৃদান্ত; পৃ. ৫৩

নিবীরিবে (= নির্বীর বা বীরশূন্য করবে)

১. *নিবীরিবে* লঙ্কা আজি সৌমিত্রি- কেশরী! পৃ. ৮৩

নিবেদি (= নিবেদন করি)

১. হায়, মা, কত যে জ্বালা সহিনু কেমনে
নিবেদি ও রাঙা পায়ে? পৃ. ৫০
২. ছলিতে দাসীরে সতী কত যে পাতিলা
মায়াজাল, কেমনে তা *নিবেদি* চরণে, ... পৃ. ৮১
৩. হায়, দেব, কেমনে *নিবেদি*
অমঙ্গল বার্ত্তা পদে, ক্ষুদ্র প্রাণী আমি? পৃ. ৯২

নিবেদিতে (= নিবেদন করতে)

১. তব পদে এ সংবাদ দেবী
আদেশিলা *নিবেদিতে* দাসেরে, অন্নদে! পৃ. ৪৮

নিবেদিব (= নিবেদন করবো)

১. পরে *নিবেদিব*
যা কিছু আছে এ মনে ও রাজীব পদে। পৃ. ৯২

নিবেদিলা (= নিবেদন করলেন)

১. মন্ত্র পড়ি, খড়ি পাতি, গণিয়া গণনে,
নিবেদিলা হাসি সখী, ... পৃ. ৪৯

২. উতরি মন্মথ তথা, *নিবেদিলা* নমি
বারতা। পৃ. ৫২

৩. প্রণমি চরণাম্বুজে, সৌমিত্রি-কেশরী
নিবেদিলা করপুটে,—পৃ. ৯০

নিশ্বাসি (= নিঃশ্বাস ক'রে)

১. বিষাদে *নিশ্বাসি*
নীরবিলা সুরনাথ; *নিশ্বাসি* বিশ্বাসে
(পতি-খেদে সতী প্রাণ কাঁদে যে সতত!)
বসিলা ত্রিদিব-দেবী দেবেন্দ্রের পাশে। পৃ. ৭৩

২. বিষাদে ঘন *নিশ্বাসি* ধূর্জ্জটি, ... পৃ. ৯১

৩. নীরবিলা মহেষ্বাস *নিশ্বাসি* বিষাদে। পৃ. ৯৫

নিস্তারিলা (= নিস্তার করলেন)

১. দুর্দ্দান্ত দানবে দলি, *নিস্তারিলা* তুমি,
দেবদলে, নিস্তারিণি! পৃ. ৮৩

নিস্তারিলে (= নিস্তার করলে)

১. নীলকণ্ঠ যথা
(নিস্তারিণী-মনোহর) *নিস্তারিলে* ভবে, ... পৃ. ৬১

নীরবিল (= নীরব হলো)

১. কোকিলকুল *নীরবিল* বনে। পৃ. ৪৯

নীরবিলা (= নীরব হলেন)

১. *নীরবিলা* রক্ষোনাথ; পৃ. ৪০

২. এতেক কহিয়া রমা কেশব-বাসনা
নীরবিলা; পৃ. ৪৭

৩. *নীরবিলা* স্বরীশ্বর; পৃ. ৪৮

৪. অমনি চৌদিকে
গভীর গহ্বরে বদ্ধ, ভৈরব নিনাদী
জলদল *নীরবিলা*, ... পৃ. ৫১

৫. — *নীরবিলা* আয়ত-লোচনা
বিষাদে। পৃ. ৬৬

৬. *নীরবিলা* বীণাবাণী, উত্তরিলা সখী
বাসন্তী, ... পৃ. ৯১

৭. *নীরবিলা* মহেষ্বাস নিশ্বাসি বিষাদে। পৃ. ৯৫

নোমাইয়া (= নত ক'রে)

১. প্রফুল্ল কুসুম যথা (শিশির মণ্ডিত)
বন্দে *নোমাইয়া* শিরঃ মন্দ সমীরণ! পৃ. ৫৯

নোমাইলা (= নত করলেন)

১. এতেক কহিয়া রামা শিরঃ *নোমাইলা*, ... পৃ. ৫৯

পবিত্রিলা (= পবিত্র করলেন)

১. ... প্রভু, তুমি
পবিত্রিলা লঙ্কাপুরী ও পদ অর্পণে! পৃ. ৮৬

২. তেঁই আজি চরণ-পরশে
পবিত্রিলা ভূমণ্ডল ত্রিদিবনিবাসী? পৃ. ৯৭

পরাভবি (= পরাভব ক'রে)

১. কিন্তু দেব নরে
পরাভবি, কীর্ত্তিবৃক্ষ রোপিনু জগতে
বৃথা! পৃ. ৯৫

পরিষ্কারি (= পরিষ্কার ক'রে)

১. কিন্তু তারে
পরিষ্কারি রাজ-হস্তে দান করে দাতা! পৃ. ৭১

পশি (= প্রবেশ ক'রে)

১. নিবিড় কাননে
পশি, এ মনের জ্বালা জুড়াই বিরলে! পৃ. ৩৬

২. বরজে সজারু *পশি* বারুইর যথা
ছিন্ন ভিন্ন করে তারে, ... পৃ. ৪০

৩. তরল সলিলে
পশি, কৌমুদিনী পুনঃ অবগাহে দেহ, ... পৃ. ৫৪

৪. কভু বা মন্দিরে *পশি* বাহিরায় পুনঃ
বিরহিণী, ... পৃ. ৫৫

৫. সরসে *পশি*, অবগাহি দেহ, ... পৃ. ৮১

৬. *পশি* যজ্ঞাগারে শূর দেখিলা ভূতলে
বীরেন্দ্র! পৃ. ৯১

৭. ছদ্মবেশে *পশি*,
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে সৌমিত্রি-কেশরী, ... পৃ. ৯২

৮. *পশি* স্বমন্দিরে,
বিষাদে কমলাসনে বসিলা কমলা,– পৃ. ৯৪

৯. চোরবেশে *পশি* দেবালয়ে,
সৌমিত্রি বধিল পুত্রে, ... পৃ. ৯৫

পশিছে (= প্রবেশ করছে)

১. বীরবেশে *পশিছে* নগরে
প্রমীলা, সঙ্গিনী-দল সঙ্গে বরাঙ্গনা। পৃ. ৬২

পশিতে (= প্রবেশ করতে)

১. কোন্ বীর-হিয়া নাহি চাহে রে *পশিতে*
সংগ্রামে? পৃ. ৩৭

২. কেহ নাহি সাধে তাঁরে *পশিতে* আলয়ে, ... পৃ. ৬৩

৩. (না পারে *পশিতে*
সৌর-কর-রাশি যথা) সূর্য্যকান্ত মণি, ... পৃ. ৬৪

৪. কহ সৌমিত্রিরে তুমি *পশিতে* নগরে
নির্ভয়ে। পৃ. ৮৪

পশিব (= প্রবেশ করবো)

১. *পশিব* লঙ্কায় আজি নিজ ভুজ-বলে; পৃ. ৫৬

২. যাইব তাহার পাশে; *পশিব* নগরে
বিকট কটক কাটি, ... পৃ. ৫৭

পশিবি (= প্রবেশ করবি)

১. মোর বরে *পশিবি* দুজনে
অদৃশ্য; পৃ. ৭৭

২. মোর বরে *পশিবি* দুজনে
অদৃশ্য; ... পৃ. ৮১

পশিবে (= প্রবেশ করবে)

১. কহিলা বাসন্তী সখী; 'কেমনে *পশিবে*
লঙ্কাপুরে আজি তুমি? ... পৃ. ৫৫

২. *পশিবে* রূপসী
স্বর্ণলঙ্কাপুরে আজি পূজিতে পতিরে। পৃ. ৫৯

৩. *পশিবে* সে দেশে
রাজরোষ-বাড়বাগ্নিরাশিসম তেজে! পৃ. ৮৯

পশিয়া (= প্রবেশ ক'রে)

১. ... যবে গ্রাসে কাল ফণী কুলায়ে *পশিয়া*
শাবকে; পৃ. ৩৯

পশিল (= প্রবেশ করলো)

১. *পশিল* সে স্থলে
আরাব; চমকি সতী চাহিলা চৌদিকে। পৃ. ৪১

২. কূজনি পাখি *পশিল* কুলায়ে; পৃ. ৪৬

৩. ... *পশিল* ভিখারী বেশে নিবিড়- কাননে। পৃ. ৪৮

৪. *পশিল* আতঙ্কে রক্ষঃ যে যাহার ঘরে। পৃ. ৫৪

৫. *পশিল* সাগরে আসি রঙ্গে তরঙ্গিনী। পৃ. ৬২

৬. *পশিল* কাননে দাস; পৃ. ৮১

৭. আমার পশ্চাতে
(ছায়া যথা) বনে ভাই *পশিল* হরষে, ... পৃ. ৮২

৮. কিন্তু কার কানে
পশিল আরাব? পৃ. ৮৪

৯. কুসুম- রাশিতে অহি *পশিল* কৌশলে। পৃ. ৮৫

১০. *পশিল* কৌশলে কলি নলের শরীরে। পৃ. ৮৬

১১. জানিনু কেমনে আসি লক্ষ্মণ *পশিল*
রক্ষঃপুরে! পৃ. ৮৭

১২. নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রগল্‌ভে *পশিল*
দম্ভী; পৃ. ৮৮

১৩. *পশিল* সে স্থলে
আরাব; চমকি সতী উঠিলা সত্বরে। পৃ. ৯৪

পশিলা (= প্রবেশ করলেন)

১. *পশিলা* বীরকুঞ্জর অরিদল মাঝে ... পৃ. ৩৭

২. *পশিলা* বীরেন্দ্রবৃন্দ বীরবাহু সহ
রণে, ... পৃ. ৩৭

৩. উতরি জলধি-কূলে, *পশিলা* সুন্দরী
নীল-অম্বু-রাশি। পৃ. ৪৩

৪. সুরকুল রথীবর *পশিলা* দেউলে। পৃ. ৫২

৫. পাতিয়া এ ছল সতী *পশিলা* কি আসি
লঙ্কাপুরে? পৃ. ৬০

৬. *পশিলা* সুন্দরী
আনন্দে কনক-লঙ্কা জয় জয় রবে। পৃ. ৬২

৭. প্রবল মায়ার বলে *পশিলা* নগরে
বীরদ্বয়। পৃ. ৮৪

৮. এতেক কহিয়া সখী *পশিলা* মন্দিরে। পৃ. ৬৩

৯. ... ভীমবাহু লক্ষ্মণ *পশিলা*
মায়াবলে দেবালয়ে। পৃ. ৮৬

১০. *পশিলা* কেশব-প্রিয়া দেব সভাতলে। পৃ. ৯৪

১১. দেববৃন্দ *পশিলা* সত্বরে। পৃ. ৯৭

১২. চিত্ররথ রথী
সৌরতেজঃ রথে শূর *পশিলা* সংগ্রামে, ... পৃ. ৯৭

১৩. *পশিলা* রণে দিব্যরথে রথী
রাঘব, ... পৃ. ৯৭

১৪. *পশিলা* পুরে রক্ষঃ- অনীকিনী—পৃ. ১০০

১৫. ... দিব্যরথে দাশরথি *পশিলা* সংগ্রামে পৃ. ৯৯

পশিলি (= প্রবেশ করলি)

১. তস্কর যেমতি,
পশিলি এ গৃহে তুই, তস্কর সদৃশ ... পৃ. ৮৭

২. *পশিলি* রাক্ষসালয়ে চোরবেশ ধরি, পৃ. ১০০

পশিলে (= প্রবেশ করলে)

১. যথা দূর দাবানল *পশিলে* কাননে,
অগ্নিময় দশ দিশ; পৃ. ৬০

পশিস্ (= প্রবেশ করিস্)

১. দাবাগ্নিসদৃশ তোরে দগ্ধিবে কাননে
সে রোষ, কাননে যদি *পশিস্* কুমতি! পৃ. ৮৯

পশে (= প্রবেশ করে)

১. *পশে* কি গো শোক হেন কুসুম-হৃদয়ে? পৃ. ৪২

২. কালসিংহী *পশে* যে বিপিনে,
তার পাশে বাস যার, সতর্ক সতত ... পৃ. ৬১

৩. রবিকর যবে, দেবি, *পশে* বনস্থলে
তমোময়, ... পৃ. ৬৬

৪. রাঙা পায়ে আসি মিলিল সত্বরে
তেজোরাশি, যথা *পশে*, নিশা-অবসানে, ... পৃ. ৮৪

৫. কার সাধ্য বৈরিভাবে *পশে* এ নগরে? পৃ. ৮৪

৬. যথা ক্ষুধাতুর ব্যাঘ্র *পশে* গোষ্ঠগৃহে
যমদূত, ... পৃ. ৮৬

৭. *পশে* যদি কাকোদর গরুড়ের নীড়ে, ... পৃ. ৮৭

পসারি (= প্রসারিত ক'রে)

১. অমনি *পসারি* বাহু, উল্লাসে মন্মথ
আলিঙ্গন-পাশে বাঁধি, ... পৃ. ৫২

পালি (= পালন করি)

১. কিন্তু অগ্রে *পালি*
আজ্ঞাতব, হে সর্ব্বজ্ঞ; পৃ. ৯২

পূরিব (= পূর্ণ করবো)

১. দম্ভোলি গম্ভীর নাদে *পূরিব* জগতে। পৃ. ৫৩

পূর্ণিতে (= পূর্ণ করতে)

১. তিনি বিনা তব এ বাসনা,
বাসব, কে পারে, কহ, *পূর্ণিতে* জগতে? পৃ. ৪৮

২. নতুবা এ মনোরথ নারিবে *পূর্ণিতে*। পৃ. ৯৮

পূরিল (= পূর্ণ হলো)

১. *পূরিল* কনক-লঙ্কা জয়-জয় রবে। পৃ. ৪৬

২. আর পাখী যত
পূরিল নিকুঞ্জ-পুঞ্জ প্রভাতী সংগীতে! পৃ. ৪৭

৩. হেনকালে গন্ধামোদে সহসা *পূরিল*
পুরী; পৃ. ৪৯

৪. দৈববিভা ধাঁধিল নয়নে
স্বর্গীয় সৌরভে দেশ *পূরিল* সহসা। পৃ. ৫৪

৫. সহসা *পূরিল* দেশ ঘোর কোলাহলে। পৃ. ৫৬

৬. স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল *পূরিল* জয় রবে! পৃ. ৮৩

৭. রণভূমি *পূরিল* ভৈরবে। পৃ. ৯৭

প্রকাশি (= প্রকাশ ক'রে)

১. বাঁধ হে আজি কৃতজ্ঞতা-পাশে
রঘুবংশে, দাক্ষিণাত্য দাক্ষিণ্য *প্রকাশি*। পৃ. ৯৩

প্রণমি (=প্রণাম ক'রে)

১. *প্রণমি* দেবীর-পদে, বিদায় হইয়া
উঠিলা পবন-পথে মূরলা-রূপসী ... পৃ. ৪৩

২. কর-যোড়ে বাসব *প্রণমি*
কহিলা; পৃ. ৫২

৩. *প্রণমি* দেবেন্দ্র পদে, সাবধানে লয়ে
অস্ত্রে, চলি গেলা মর্ত্ত্যে চিত্ররথ রথী। পৃ. ৫৩

৪. *প্রণমি* রামা কৃতাঞ্জলি পুটে ... পৃ. ৫৯

৫. সাষ্টাঙ্গে *প্রণমি* শূর, কৃতাঞ্জলি পুটে, ... পৃ. ৮৬

৬. *প্রণমি* চরণাম্বুজে, সৌমিত্রি কেশরী
নিবেদিলা করপুটে,—পৃ. ৯০

৭. সাষ্টাঙ্গে *প্রণমি*
কহিলা শূরে ত্রিজটা, (বিকটা রাক্ষসী) ... পৃ. ৭৮

৮. *প্রণমি* কহিলা ইন্দ্র, দেহ পদধূলি, ... পৃ. ৯৪

৯. ... *প্রণমি* সাধ্বী আরাধিলা দেবে, —পৃ. ৯৫

১০. সাষ্টাঙ্গে *প্রণমি* ইন্দ্রে কহিলা নৃমণি, পৃ. ৯৭

প্রণমিয়া (= প্রণাম ক'রে)

১. *প্রণমিয়া* কাম তবে উমার চরণে, ... পৃ. ৫০

২. সসম্ভ্রমে *প্রণমিয়া,* দেবদূত পদে
রঘুবর, জিজ্ঞাসিলা, ... পৃ. ৫৪

৩. *প্রণমিয়া* সীতানাথে বাহিরিলা দূতী। পৃ. ৫৯

প্রণমিলা (= প্রণাম করলেন)

১. প্রবেশি দূতী, রমার চরণে
প্রণমিলা, নতভাবে। পৃ. ৪২

২. সসম্ভ্রমে *প্রণমিলা* রমার চরণে
শচীকান্ত। পৃ. ৪৬

৩. *প্রণমিলা* রামচন্দ্র; আশীষিয়া রথী
চিত্ররথ, দেবরথে গেলা দেবপুরে। পৃ. ৫৪

প্রণমিলে (= প্রণাম করলো)

১. ভীষণ-মূরতি রথী *প্রণমিলে* পদে
সাষ্টাঙ্গে, ... পৃ. ৯১

প্রণমে (= প্রণাম করে)

১. *প্রণমে* দম্পতি পদে। পৃ. ৭৮

প্রবেশ (= প্রবেশ করো)

১. আনন্দে *প্রবেশ* লঙ্কা নিঃশঙ্ক হৃদয়ে। পৃ. ৫৯

প্রবেশি (= প্রবেশ ক'রে)

১. *প্রবেশি* দূতী রমার চরণে
প্রণমিলা, নতভাবে। পৃ. ৪২

২. *প্রবেশি* দেবী সুবর্ণ- প্রাসাদে, ... পৃ. ৪৩

৩. *প্রবেশি* সুবর্ণ-গেহে, ভবেশ-ভাবিনী
ভাবিলা, ... পৃ. ৪৯

৪. এতেক কহিয়া সতী, *প্রবেশি* মন্দিরে,
ত্যজিলা বীর-ভূষণে; পৃ. ৬২

৫. কি মায়ার বলে রাঘবের ঘরে
প্রবেশি, করিল চুরি এ হেন রতনে? পৃ. ৬৫

৬. *প্রবেশি* শিবিরে তবে রঘুকুলমণি
সাজাইলা প্রিয়ানুজে দেব-অস্ত্রে। পৃ. ৮৩

প্রবেশিবে (= প্রবেশ করবে)

১. কালি প্রভাতে কুমার
পরন্তপ *প্রবেশিবে* রণে, ... পৃ. ৪৮

২. বাহুবলে *প্রবেশিবে* এবে
লঙ্কাপুরে, পতিপদ পূজিতে যুবতী! পৃ. ৫৭

প্রবেশিলা (= প্রবেশ করলেন)

১. *প্রবেশিলা* যুদ্ধে আসি নরেন্দ্র রাঘব। পৃ. ৩৭

২. ... *প্রবেশিলা* সভাতলে চিত্রাঙ্গদা দেবী। পৃ. ৩৯

৩. ... চিত্রাঙ্গদা কাঁদি সঙ্গে সঙ্গীদল লয়ে,
প্রবেশিলা অন্তঃপুরে। পৃ. ৪০

৪. *প্রবেশিলা* মন্দগতি মন্দিরে সুন্দরী
মূরলা; পৃ. ৪২

৫. স্বরীশ্বর, সুর-বল-দল সঙ্গে করি,
প্রবেশিলা লঙ্কাপুরে। পৃ. ৪৩

৬. রোষাবেশে *প্রবেশিলা* সুবর্ণ-মন্দিরে। পৃ. ৫৬

৭. *প্রবেশিলা* স্বরীশ্বর আনন্দ-ভবনে। পৃ. ৪৭

৮. এতেক কহিয়া দুর্গা দ্বিরথ-গামিনী
প্রবেশিলা হৈম-গেহে। পৃ. ৪৯

৯. কাঁদি রাণী, পুত্রবধূসহ,
প্রবেশিলা পুনঃ গৃহে। পৃ. ৭৯

১০. *প্রবেশিলা* মায়াদেবী সে স্বর্ণ-দেউলে। পৃ. ৮৪

প্রসাদি (প্রসন্ন করা)

১. ... কহ সে বারতা
প্রসাদি তোমারে আমি। পৃ. ৯২

প্রসাদিতে (= প্রসন্ন করতে)

১. রক্ষঃকুল রিপু নর লক্ষ্মণের রূপে
প্রসাদিতে এ অধীনে; পৃ. ৮৬

প্রসারিছে (= প্রসারিত করছে)

১. বিধি *প্রসারিছে* বাহু
বিনাশিতে লঙ্কা মম, কহিনু তোমারে। পৃ. ৪০

প্রহারিলা (= প্রহার করলেন)

১. *প্রহারিলা* ভীম গদা গজরাজ শিরে
রক্ষোরাজ, ... পৃ. ৯৮

প্রের (প্রেরণ করো)

১. *প্রের* তুমি অস্ত্র রামানুজে, ... পৃ. ৫৩

প্রেরি (প্রেরণ ক'রে)

১. আশু নিবারিব
শোক তব, *প্রেরি* তোমা পুত্রবর যথা! পৃ. ১০০

প্রেরিয়াছি (= প্রেরণ করেছি)

১. *প্রেরিয়াছি* অস্ত্র লঙ্কাপুরে, ... পৃ. ৭৩

প্রেরিয়াছে (= প্রেরণ করেছে)

১. তেঁই পাশি-প্রণয়িনী *প্রেরিয়াছে* এরে। পৃ. ৪২

২. দেব-অস্ত্র *প্রেরিয়াছে* তোরে
বাসব; পৃ. ৮১

বঞ্চাইছ (= বঞ্চনা করছো)

১. এ প্রপঞ্চে তব
কেন *বঞ্চাইছ* দাসে, কহ তা দাসেরে, ... পৃ. ৮৬

বধি (বধ ক'রে)

১. উদ্ধারিব মিত্রবধূ *বধি* আজি তোরে। পৃ. ৯৯

বন্দি (= বন্দনা ক'রে)

১. *বন্দি* চরণারবিন্দ, অতি মন্দমতি
আমি, ... পৃ. ৩৫

২. *বন্দি* জননীর পদ বিদায় হইলা
ভীমবাহু। পৃ. ৭৯

বন্দিল (= বন্দনা করলো)

১. অমনি *বন্দিল* বন্দী, করি বীণাধ্বনি
আনন্দে; পৃ. ৪৫

২. যন্ত্র-ধ্বনি করি
আনন্দে *বন্দিল* বন্দী। পৃ. ৬১

বন্দিলা (= বন্দনা করলেন)

১. আশু অগ্রসরি
সুগ্রীব *বন্দিলা* সখা বীরেন্দ্র লক্ষ্মণে। পৃ. ৭৫

২. ... আনন্দে *বন্দিলা*
বন্দীবৃন্দ রক্ষঃসেনা বিজয় সংগীতে! পৃ. ১০০

বরষি (= বর্ষণ ক'রে)

১. *বরষি* প্রসূনাসার— কমল, কুমুদী, ... পৃ. ৫২

২. কুলবধূ দিলা হুলাহুলি,
বরষি কুসুমাসারে; পৃ. ৬১

৩. কত যে আদরে
তুষিতেন প্রভু মোরে, *বরষি* বচন–
সুধা, ... পৃ. ৬৬

বরি (= বরণ ক'রে)

১. কোন্ বীরবরে *বরি* সেনাপতি পদে, ... পৃ. ৩৫

বরিতে (= বরণ করতে)

১. চাহিল মারিয়া মোরে *বরিতে* বাঘিনী
রঘুবরে! পৃ. ৬৬

বরিনু (= বরণ করলাম)

১. দ্রুত-পদে
বরিনু তোমায় আমি, যাও ত্বরা করি ... পৃ. ৬৮

বরিয়াছে (= বরণ করেছে)

১. পুনঃ তারে সেনাপতি পদে
বরিয়াছে দশানন। পৃ. ৪৭

২. *বরিয়াছে* পুনঃ পুত্র মেঘনাদে আজি
সেনাপতি-পদে? পৃ. ৪৮

বর্ণিতে (= বর্ণনা করতে)

১. অবলা-রসনা, ধনি, পারে কি *বর্ণিতে*
সে রণে? পৃ. ৬৯

২. লঙ্কার বিভব যত কে পারে *বর্ণিতে* পৃ. ৮৫

বর্ণিব (= বর্ণনা করবো)

১. হায়, সখি, কেমনে *বর্ণিব*
সে কান্তার-কান্তি আমি? পৃ. ৬৫

বর্ষিল (= বর্ষণ করলো)

১. *বর্ষিল* আসার যেন সৃষ্টি ডুবাইতে
প্রলয়ে। পৃ. ৫৪

২. মুকুতামণ্ডিত বুকে নয়ন *বর্ষিল*
উজ্জ্বলতর মুকুতা! পৃ. ৮০

বর্ষিছে (= বর্ষণ করছে)

১. *বর্ষিছে* মন্দারপুঞ্জ গন্ধর্ব্ব চৌদিকে। পৃ. ৯৪

বাখানেন (= ব্যাখ্যা করেন)

১. কেহ *বাখানেন* খড়গ; চর্ম্মবর কেহ, ... পৃ. ৫৮

বাখানিলা (= ব্যাখ্যা বা সুখ্যাতি করলেন)

১. নিরখিয়া দেখি সবে সুখে *বাখানিলা*
প্রমীলার বীরপণা। পৃ. ৬২

বাহিরায় (= বের হয়)

১. পর্ব্বত-গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে, ... পৃ. ৫৫

২. *বাহিরায়* যদি
রণ-আশে মহেষ্বাস রক্ষঃকুল পতি, ... পৃ. ৯৪

৩. গবাক্ষ-দুয়ার পথে *বাহিরায়* বেগে
শিখাপুঞ্জ, ... পৃ. ৯৭

বাহিরি (= বের হয়ে)

১. মারি সুপ্ত পঞ্চ শিশু পাণ্ডব শিবিরে
নিশিথে, *বাহিরি*, গেলা মনোরথ গতি, ... পৃ. ৯০

২. ক্রোধভরে *বাহিরি*, ভৈরবে
কহিলা রাক্ষসনাথ, ... পৃ. ৯৫

বাহিরিছে (= বের হচ্ছে)

১. কোথাও রথী *বাহিরিছে* বেগে
ভীমকায়; পৃ. ৮৫

২. দেখিলা রাক্ষসবল *বাহিরিছে* দলে
অসংখ্য, ... পৃ. ৯৬

বাহিরিবা (= বের হবেন)

১. *বাহিরিবা*, কহ দাসে, এ মোহিনী-বেশে? পৃ. ৫০

বাহিরিয়া (= বের হয়ে)

১. *বাহিরিয়া* দেখি মোরা কে যায় সমরে। পৃ. ৪২

২. *বাহিরিয়া* নাচিবে চপলা; পৃ. ৫৩

৩. ... দেখ,
প্রমীলার পরাক্রম দেখ *বাহিরিয়া*, ... পৃ. ৫৯

৪. *বাহিরিয়া* বিমোহিনী,
স্বপন দেবীরে স্মরি, কহিলা সুস্বরে;—পৃ. ৭৪

বাহিরিল (= বের হ'লো)

১. *বাহিরিল* বেগে
বারি হতে (বারিস্রোতঃ -সম পরাক্রমে
দুর্ব্বার বারণযূথ; পৃ. ৪০

২. হুহুঙ্কারি বায়ুকুল *বাহিরিল* বেগে ... পৃ. ৫৩

৩. রাক্ষসদল *বাহিরিল* পুনঃ
ভীম-প্রহরণ-ধারী—মত্ত বীরমদে। পৃ. ৫৪

৪. *বাহিরিল* বামাদল বীরমদে মাতি, ... পৃ. ৫৬

৫. *বাহিরিল* অগ্নিবর্ণ রথগ্রাম বেগে ... পৃ. ৯২

৬. *বাহিরিল* হেষে
তুরঙ্গম; পৃ. ৯২

৭. *বাহিরিল* হুহুঙ্কারি অসিল্লোমা বলী
অশ্বপতি; পৃ. ৯২

৮. *বাহিরিল* চারি দ্বার দিয়া
রাক্ষস, নিনাদি রোষে; পৃ. ৯৭

বাহিরিলা (= বের হলেন)

১. ... রক্ষঃকুল-বালারূপে, *বাহিরিলা* দোঁহে
দুকুল-বসনা। পৃ. ৪২

২. দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত গৃহদ্বার দিয়া
বাহিরিলা সুহাসিনী, ... পৃ. ৫১

৩. প্রণমিয়া সীতানাথে *বাহিরিলা* দূতী। পৃ. ৫৯

৪. 'যে আজ্ঞা', বলিয়া শূর *বাহিরিলা* লয়ে
উর্ম্মিলা-বিলাসী শূরে। পৃ. ৬১

৫. শিবির হইতে বলী *বাহিরিলা* বেগে— পৃ. ৮৩

৬. *বাহিরিলা* বীরবর; পৃ. ৮৩

৭. *বাহিরিলা* সাথে
বীরবেশে বিভীষণ, বিভীষণ রণে! পৃ. ৮৩

৮. শয়ন-মন্দির হতে *বাহিরিলা* দোঁহে—পৃ. ৭৮

৯. *বাহিরিলা* লঙ্কেশ্বরী শিবালয় হতে। পৃ. ৭৮

১০. *বাহিরিলা* আশুগতি দোঁহে, ... পৃ. ৯০

১১. *বাহিরিলা* রক্ষোরাজ পুষ্পক-আরোহী; পৃ. ৯৭

বিকশিছে (= বিকশিত হচ্ছে)

১. *বিকশিছে* ফুলকুল; মর্ম্মরিছে পাতা; পৃ. ৪৩

বিদরিছে (= বিদীর্ণ হচ্ছে)

১. *বিদরিছে* হিয়া
আমার, লো সহচরি, হেরি রক্তধারা ... পৃ. ৯৮

বিদাইনু (= বিদায় দিলাম)

১. ... বর মাগি দেব, *বিদাইনু* সবে। পৃ. ৮১

বিদাইব (= বিদায় দিব)

১. *বিদাইব* তোরে আমি আবার যুঝিতে
তার সঙ্গে? পৃ. ৭৯

বিদাও (= বিদায় দাও)

১. বিলম্বিলে আমি,
ভগ্নোদাম, রক্ষঃ-চমূ, *বিদাও* আমারে! পৃ. ৮৬

বিদায়ি (= বিদায় দিয়ে বা বিদায় ক'রে)

১. যমুনা-পুলিনে যথা, *বিদায়ি* মাধবে,
বিরহ-বিধূরা গোপী যায় শূন্য-মনে ... পৃ. ৮০

২. বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, *বিদায়ি* মায়ারে, ... পৃ. ৮৪

বিনানিলা (= বিনুনি করলেন)

১. এতেক কহিয়া রতি, সুবাসিত তেলে
মাজি চুল, *বিনানিলা* মনোহর বেণী। পৃ. ৫০

২. ... সুবাসিত জলে
স্নানি, পীনপয়োধরা, *বিনানিলা* বেণী। পৃ. ৯০

বিনাশি (= বিনাশ ক'রে)

১. *বিনাশি*, দেবি, রক্ষঃকুল, রাখ
ত্রিভুবন; পৃ. ৪৯

২. এখনি আসিব,
বিনাশি রাঘবে রণে, লঙ্কা সুশোভিনী। পৃ. ৮০

৩. আইলা কিষ্কিন্ধ্যাপতি, *বিনাশি* সংগ্রামে
উদগ্রে বিগ্রহপ্রিয়। পৃ.৯৯

বিনাশিতে (= বিনাশ করতে)

১. বিধি প্রসারিছে বাহু
বিনাশিতে লঙ্কা মম, কহিনু তোমারে। পৃ. ৪০

২. ধরিনু গো গর্ভে তোরে লঙ্কা *বিনাশিতে*! পৃ. ৬৯

বিনাশিব (= বিনাশ করবো)

১. সমরে এবে পশি *বিনাশিব*
অধর্ম্মী সৌমিত্রি মূঢ়ে, ... পৃ. ৯৫

বিনাশিবে (= বিনাশ করবে)

১. *বিনাশিবে* অনায়াসে দুর্ম্মদ রাক্ষসে, ... পৃ. ৭৪

২. *বিনাশিবে* অনায়াসে দুর্ম্মদ রাক্ষসে, ... পৃ. ৭৪

বিনাশিয়া (= বিনাশ ক'রে)

১. নরসিংহ বেশে *বিনাশিয়া*
হিরণ্যকশিপু দৈত্যে, জুড়ালে দাসীরে। পৃ. ৯৬

বিন্যাসিয়া (= বিন্যাস বা স্থাপন ক'রে)

১. —উমা চন্দ্রাননা
করতলে *বিন্যাসিয়া* কপোল, ... পৃ. ৪২

বিবরিয়া (= বিস্তারিত বর্ণনা ক'রে)

১. কি যাচ্ঞা করি আমি রামের সমীপে
বিবরিয়া কবে রামা; পৃ. ৫৮

২. এই অবসরে
কহ মোরে *বিবরিয়া* শুনি সে কাহিনী। পৃ. ৬৪

বিবাদি (= বিবাদ করি)

১. কিন্তু তা বলিয়া আমি কভু না *বিবাদি*
তাঁর সঙ্গে। পৃ. ৫৮

বিবাদিল (= বিবাদ করলো)

১. ... দুষ্ট দিতিসুত যত
বিবাদিল দেব সহ সুধামধু-হেতু। পৃ. ৫০

বিমুখয়ে (= বিমুখ করে)

১. ... কে আছে রথী এ বিশ্বে, *বিমুখয়ে* রণে
একাকী এ রক্ষোবৃন্দে? পৃ. ৮৬

বিমুখিনু (= বিমুখ করলাম)

১. দুইবার পিতার আদেশে
তুমুল সংগ্রামে আমি *বিমুখিনু*, ... পৃ. ৭৯

বিমুখিবে (= বিমুখ করবে)

১. কার সাধ্য *বিমুখিবে* তারে? পৃ. ৭৩

বিরাজিনু (= বিরাজ করলাম)

১. *বিরাজিনু* দশন শিখরে
আমি, ... পৃ. ৯৬

বিরাজেন (= বিরাজ করেন)

১. কতক্ষণে সহস্রাক্ষ উতরিলা বলী
যথা *বিরাজেন* মায়া। পৃ. ৫২

২. যথায় শিবির মাঝে *বিরাজেন* বলী
রাঘবেন্দ্র, ... পৃ. ৫৪

৩. ত্বরা উরি যথা শিবির মাঝারে
বিরাজেন রামানুজ, ... পৃ. ৭৪

৪. ... চলিলা বীর-কুঞ্জর কুঞ্জর-গমনে
যথা *বিরাজেন* প্রভু রঘু-কুল রাজা। পৃ. ৭৪

৫. বলী সৌমিত্রি কেশরী
চলিলা, শিবিরে যথা *বিরাজেন* প্রভু ... পৃ. ৮০

৬. কনকাসনে *বিরাজেন* যথা
মাধব, প্রণমি সাধ্বী আরাধিলা দেবে;–পৃ. ৯৫

বিলম্বেন (= বিলম্ব করেন)

১. —কেমনে কহিব
কেন প্রাণনাথ তব *বিলম্বেন* আজি? পৃ. ৫৫

২. কেন যে দাসীরে ভুলি *বিলম্বেন* তথা
প্রাণনাথ, ... পৃ. ৫৭

বিলাপি (= বিলাপ ক'রে)

১. স্বনিছে পবন, দূরে রহিয়া রহিয়া
উচ্ছ্বাসে *বিলাপী* যথা! পৃ. ৬৪

২. কিন্তু না *বিলাপী* আমি। পৃ. ৯৫

বিলাপিনু (= বিলাপ করলাম)

১. এইরূপে *বিলাপিনু*, কেহ না শুনিল। পৃ. ৬৯

বিলাপিলা (= বিলাপ করলেন)

১. এইরূপে *বিলাপিলা* আক্ষেপে রাক্ষস-
কুলপতি রাবণ; পৃ. ৩৬

২. *বিলাপিলা* যথা রতি প্রমীলা যুবতী। পৃ. ৮০

৩. এইরূপে *বিলাপিলা* বিভীষণ বলী
শোকে। পৃ. ৮৯

বিশেষিয়া (= বিশেষভাবে বর্ণনা করে)

১. *বিশেষিয়া* কহ মোরে, কি কাজে তুষিব
তোমার ভর্ত্রিণী, শুভে? পৃ. ৫৯

বিহারি (= বিহার করি)

১. তা সবার সহ আমি *বিহারি* সতত,–পৃ. ৪১

বিহারিছে (= বিহার করছে)

১. *বিহারিছে* বীরবর, সঙ্গে বরাঙ্গনা
প্রেমদা, ... পৃ. ৪৪

বিহারেন (= বিহার করেন)

১. ... *বিহারেন* রাখাল যেমতি
নাচিয়া কদম্বমূলে, মূরলী অধরে, ... পৃ. ৪৪

বিস্তারি (= বিস্তার ক'রে)

১. ফণীন্দ্র যেমতি,
বিস্তারি অযুত ফণা, ধরেন আদরে
ধরারে। পৃ. ৩৫

২. *বিস্তারি* বিশাল পক্ষ, উড়িলা আকাশে
পক্ষিরাজ; ... পৃ. ৯৬

৩. যথা হেরি দূরে
কপোত, *বিস্তারি* পাখা, ধায় বাজপতি
অম্বরে, ... পৃ. ৯৯

বিস্তারিয়া (= বিস্তার বা প্রসারিত ক'রে)

১. *বিস্তারিয়া* পাখা যেন উড়িল গরুড়
অম্বরে। পৃ. ৪১

২. হৈমপাখা *বিস্তারিয়া* যেন
উড়িলা মৈনাক-শৈল, অম্বর উজলি! পৃ. ৪৫

বৃষ্টিলা (= বর্ষণ করলেন)

১. *বৃষ্টিলা* কুসুম-রাশি, শূরবর-শিরে-
তরুরাজী; পৃ. ৭৭

২. কুসুমাসার *বৃষ্টিলা* আকাশে
মহানন্দে দেববৃন্দ; পৃ. ৯০

বেদনিল (= ব্যথাপ্রাপ্ত হলো)

১. *বেদনিল* বাহু, আহা, দৃঢ় বাঁধে যেন,
কঙ্কণ। পৃ. ৯০

ব্যথিল (= ব্যথাপ্রাপ্ত হলো বা ব্যথিত হলো)

১. কোমলকণ্ঠে স্বর্ণকণ্ঠমালা
ব্যথিল কোমল কণ্ঠ। পৃ. ৯০

২. *ব্যথিল* অমর-হিয়া মর-দুঃখ হেরি। পৃ. ৯১

ভস্মিলা (= ভস্ম করলেন)

১. শরানলে শূরশ্রেষ্ঠ *ভস্মিলা* শার্দ্দূলে
মুহূর্ত্তে। পৃ. ৬৮

ভাতিছে (= দীপ্ত হচ্ছে বা দীপ্তি পাচ্ছে)

১. *ভাতিছে* কেশে রত্নরাজি,- মরি! পৃ. ৮২

২. শিখারূপে শূলগ্রাম *ভাতিছে* ঝলসি
নয়ন! পৃ. ৯৪

ভাতিল (= ভাত বা দীপ্ত হলো)

১. *ভাতিল* অসি অগ্নি শিখাসম
ধূমপুঞ্জসম চর্ম্মাবলীর মাঝারে ... পৃ. ৩৭

২. শ্রোণিদেশে *ভাতিল* মেখলা। পৃ. ৬২

৩. *ভাতিল* মস্তকে
(সৌর করে গড়া যেন) মুকুট, ... পৃ. ৮৩

৪. ঝলসি আঁখি কালানল-তেজে
ভাতিল কৃপাণবর, ... পৃ. ৮৭

ভাতে (= দীপ্ত হয়)

১. অমূল্য মুকুতাফল ফলে যার গুণে
ভাতে যবে স্বাতী সতী গগনমণ্ডলে। পৃ. ৮৪

ভেদিলা (= ভেদ করলেন)

১. তীক্ষ্ণতর শরে
মুহূর্তে *ভেদিলা*-ব্যূহ বীরেন্দ্র-কেশরী, পৃ. ৯৮

ভ্রমিছে (= ভ্রমণ করছে)

১. প্রাচীর উপরে
ভ্রমিছে অযুত যোধ চক্রাবলী রূপে,– পৃ. ৮৬

ভ্রমেন (= ভ্রমণ করেন)

১. ... যাও ত্বরা করি
যথায় *ভ্রমেন* প্রভু! পৃ. ৬৮

মূর্চ্ছিলা (= মূর্চ্ছিত হলেন)

১. *মূর্চ্ছিলা* রাক্ষসেন্দ্রানী মন্দোদরী দেবী
আচম্বিতে! পৃ. ৮৯

রক্ষিছে (= রক্ষা করছে)

১. ... ভীম অস্ত্রপাণি,
রক্ষিছে নগর-দ্বার; পৃ. ৮৬

রক্ষিতে (= রক্ষা করতে)

১. মুদি আঁখি, কৃতাঞ্জলি-পুটে
ডাকিনু দেবতা-কুলে *রক্ষিতে* রাঘবে! পৃ. ৬৬

২. কি প্রকারে
তাঁহার বিপক্ষ কাজ করিব, *রক্ষিতে*
অনুরোধ? পৃ. ৮৭

৩. ... যথা রক্ষঃকুলেশ্বরী
আরাধেন চন্দ্রচূড়ে *রক্ষিতে* নন্দনে– পৃ. ৯১

৪. নিজ নিজ রাজ্য আজি *রক্ষিতে* দিকপালে
আদেশিনু জগদম্বে। পৃ. ৯৪

৫. করিলা প্রতিজ্ঞা ইন্দ্র *রক্ষিতে* তাহারে
বীরদর্পে; পৃ. ৯৬

৬. ধাইলা চৌদিকে
হুহুঙ্কারে দেব-নর *রক্ষিতে* শূরেশে। পৃ. ৯৯

রক্ষিব (= রক্ষা করবো)

১. *রক্ষিব* লক্ষ্মণে, দেব, রাক্ষস-সংগ্রামে। পৃ. ৫৩

রক্ষিবে (= রক্ষা করবে)

১. কি উপায়ে কাত্যায়নি, *রক্ষিবে* রাঘবে, ... পৃ. ৪৮
২. কেমনে *রক্ষিবে* রামে কহ, কাত্যায়নি? পৃ. ৬৩
৩. কে *রক্ষিবে* রক্ষঃ– কুলে সে যদি না পারে? পৃ. ৭০
৪. কিন্তু কি কৌশলে মায়া *রক্ষিবে* লক্ষ্মণে
রক্ষোযুদ্ধে, ... পৃ. ৭৩
৫. কে তোরে *রক্ষিবে*, রক্ষঃ ? পৃ. ৭১
৬. কে আজি *রক্ষিবে*, হায়, রাক্ষস ভরসা
রাবণিরে। পৃ. ৮৪
৭. এ বারতা যবে
পাইবেন রক্ষোনাথ, কে *রক্ষিবে* তোরে, ... পৃ. ৮৯
৮. নিজ কর্ম্মদোষে
মজে রক্ষঃকুলনিধি; কে *রক্ষিবে* তারে? পৃ. ৯৭
৯. কে তোরে
রক্ষিবে পামর, আজি? পৃ. ৯৯

রক্ষে (= রক্ষা করে)

১. ঔষধের গুণ ধরি, প্রাণ-নাশ-কারী
বিষ যথা *রক্ষে* প্রাণ বিদ্যার কৌশলে! পৃ. ৫০

রণিছে (= রণ বা যুদ্ধ করছে)

১. ঘোর রণে *রণিছে* উভয়ে। পৃ. ৮২

রুষি (= রুষ্ট হয়ে)

১. সে ভৈরব রবে *রুষি*, রক্ষঃ- অনীকিনী
নিনাদিলা বীরমদে, ... পৃ. ৯৪

রুষিবে (= রুষ্ট হবে)

১. এ কথা শুনিলে
রুষিবে লঙ্কার নাথ, পড়িব সঙ্কটে! পৃ. ৭২

রুষিলা (= রুষ্ট হলেন)

১. *রুষিলা* দানব বালা প্রমীলা রূপসী! পৃ. ৫৫

২. *রুষিলা* বাসব ত্রাস। পৃ. ৮৮

৩. *রুষিলা* বৈদেহীনাথ, সৌমিত্রি কেশরী, ... পৃ. ৯৫

৪. *রুষিলা*
যুবরাজ, রোষে যথা সিংহশিশু হেরি-
মৃগদলে! পৃ. ৯৭

রুষিলে (= রুষ্ট হ'লে)

১. কার সাধ্য হেন
ত্রাণিবে, সৌমিত্রি, তোরে, রাবণ *রুষিলে?* পৃ. ৮৯

রোধি (= রোধ ক'রে)

১. চলিছে পরাগ পরে দৃষ্টিপথ *রোধি*
ঘন ঘনাকার রূপে! পৃ. ৯৬

রোধিছে (= রোধ করছে)

১. *রোধিছে* যে কোলাহল, বলি,
শ্রবণকুহর এবে, নহে সিন্ধুধ্বনি; পৃ. ৯৩

রোধিবে (= রোধ করবে)

১. ক্ষত্রিয় সমাজে
রোধিবে শ্রবণপথ ঘৃণায়, ... পৃ. ৮৭

রোধিল (= রোধ করলো)

১. কোদণ্ড- টঙ্কার সহ অসির ঝনঝনি
রোধিল শ্রবণপথ মহা কোলাহলে! পৃ. ৪১

রোধিলা (= রোধ করলেন)

১. টঙ্কারি ধনুঃ ধনুর্দ্ধর বলী
রোধিলা শ্রবণপথ! পৃ. ৯৭

২. শিঞ্জিনী আকর্ষি রোষে তারকারি বলী
রোধিলা সে রথগতি। পৃ. ৯৮

লক্ষি (= লক্ষ ক'রে)

১. উত্তরিলা রথী
রাবণ-অনুজ, *লক্ষি* রাবণ-আত্মজে; পৃ. ৮৮

২. ভীষণ তোমর রক্ষঃ হানিলা হুঙ্কারি
ঐরাবতশিরঃ *লক্ষি*। পৃ. ৯৮

লভ (= লাভ করো)

১. অমরতা *লভ*, দেব, যশঃ সুধা-পানে! পৃ. ৬৫

লভিতে (= লাভ করতে)

১. মণি, মুক্তা, রতন, কি আছে লো জগতে,
যাহে নাহি অবহেলি *লভিতে* এ ধনে? পৃ. ৬৪

২. কঠোর তপস্যা নর করে যুগে যুগে
লভিতে যে সুখ-ভোগ, পৃ. ৭৬

লভিনু (= লাভ করলাম)

১. *লভিনু* সীতায় আজি তব বাহুবলে, ... পৃ. ৯০

২. তেঁই সে *লভিনু*
পদাশ্রয় আজি তব এ বিপত্তি-কালে, ... পৃ. ৯৭

লভিল (= লাভ করলো)

১. কোন্ পুণ্য-ফলে
লভিল এ সুখ দাস, কহ, মা দাসেরে? পৃ. ৪৬

লভিলা (= লাভ করলেন)

১. ... ভূচর সহ জলচর-আদি
দেবীর চরণাশ্রমে বিশ্রাম *লভিলা*। পৃ. ৪৬

লভুন (= লাভ করুন)

১. বিশ্রাম *লভুন* প্রভু, তরু-মূলে; পৃ. ৬৮

লয়িতে (= লয় বা ধ্বংস করতে)

১. কল্লোল জলধি যেন উথলিছে দূরে
লয়িতে প্রলয়ে বিশ্ব! পৃ. ৯৩

লাঘবিতে (= লাঘব করতে)

১. কিন্তু ঝড়াকারে
সাজিছে রাবণ রাজা স্বর্ণলঙ্কাধামে,
লাঘবিতে রাঘবের বীরগর্ব্ব রণে। পৃ. ৪১

লাঘবিলা (= লাঘব করলেন)

১. তুষিলা রাক্ষসে,
ভকত-বৎসল তুমি; *লাঘবিলা* রণে
রাঘবের বীরগর্ব্ব; পৃ. ১০০

লোভিলি (= লোভ ক'রলে)

১. শৃগাল হইয়া, লোভি, *লোভিলি* সিংহীরে! পৃ. ৭১

শান্তিলা (= শান্ত হলেন)

১. থামিল তুমুল ঝড়; *শান্তিলা* জলধি; পৃ. ৫৪

শাস্তিয়া (= শাস্তি প্রদান করে)

১. তস্কর-সদৃশ
শাস্তিয়া নিরস্ত তোরে করিব এখনি! পৃ. ৮৭

শৃঙ্খলিয়া (= শৃঙ্খলিত ক'রে)

১. অধম ভালুকে
শৃঙ্খলিয়া যাদুকর, খেলে তারে লয়ে; পৃ. ৩৯

শোভিল (= শোভা পেল)

১. নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার *শোভিল* অদূরে। পৃ. ৮৬

সংশয়িতে (= সংশয় করতে)

১. উচিত কি তব, কহ, হে বৈদেহী পতি,
সংশয়িতে দেববাক্য, ... পৃ. ৮২

সংহারি (= সংহার ক'রে)

১. পুত্রহানী শত্রু যে দুর্ম্মতি,
ভীম প্রহরণে তারে *সংহারি* সংগ্রামে,
তোষ তুমি মহেষ্বাস, পৌর জনগণে। পৃ. ৯২

সংহারিতে (= সংহার করতে)

১. *সংহারিতে*, বীরসিংহ, তোমায় সংগ্রামে
আগমন হেথা মম; পৃ. ৮৬

সংহারিবে (= সংহার করবে)

১. *সংহারিবে* এ সংগ্রামে সুমিত্রানন্দন, ... পৃ. ৮৪

সন্ধানি (= সন্ধান ক'রে)

১. *সন্ধানি* বিন্ধিলা শূর খরতর শরে
অরিন্দম ইন্দ্রজিতে, ... পৃ. ৮৮

সম্বরি (= সংবরণ ক'রে)

১. সাধিব কার্য্য তোমার, *সম্বরি*
দেববীর্য্য। পৃ. ৯৬

সম্বরিব (= সংবরণ করবো)

১. *সম্বরিব*, দেবি,
তেজঃ,– প্রাক্তনের গতি কার সাধ্য রোধে? পৃ. ৮৪

সম্বোধি (= সম্বোধন ক'রে)

১. ক্রোধভরে বাহিরি, ভৈরবে
কহিলা রাক্ষসনাথ, *সম্বোধি* রাক্ষসে;– পৃ. ৯৫

২. *সম্বোধি* কুমারে
বিধুমুখী, কর্ণমূলে কহিলা– পৃ. ৯৮

সম্বোধে (= সম্বোধন করে)

১. নহিলে
অস্ত্রহীন যোধে কি সে *সম্বোধে* সংগ্রামে? পৃ. ৮৮

সম্ভবে (= সম্ভবপর হয়)

১. তারমন্দ, হে সুরেন্দ্র, কভু
সম্ভবে কি মোর হতে? পৃ. ৪৮

সম্ভাষি (= সম্ভাষণ ক'রে)

১. ... *সম্ভাষি* আদরে,
স্বর্ণাসনে বসাইলা বিজয়া সুন্দরী। পৃ. ৪৯

২. বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, সখীরে *সম্ভাষি*
কহিলা প্রমীলা সতী; ... পৃ. ৫৫

৩. মধুরভাষিণী সতী, আদরে *সম্ভাষি*
সরমারে,—পৃ. ৫৫

৪. বনদেবী বলি মোরে *সম্ভাষি* কৌতুকে! পৃ. ৬৫

৫. মহামিত্র বিভীষণে *সম্ভাষি* সুস্বরে
কহিলা বৈদেহীনাথ,– পৃ. ৯০

৬. *সম্ভাষি* বিস্ময়ে
বসন্ত– সৌরভা সখী বাসন্তীরে, ... পৃ. ৯০

৭. চমকি শিবিরে শূর রবিকুল রবি
কহিলা *সম্ভাষি* মিত্র বিভীষণে, ... পৃ. ৯৩

৮. *সম্ভাষি* বীরেন্দ্র দলে যথাবিধি বলী
রাঘব, কহিলা প্রভু; পৃ. ৯৩

৯. উত্তরিলা স্বরীশ্বর *সম্ভাষি* রাঘবে,– পৃ. ৯৭

১০. *সম্ভাষি* সারথিবরে, কহিলা সুরথী,– পৃ. ৯৭

১১. বিজয়ারে *সম্ভাষি* অভয়া
কহিলা, ... পৃ. ৯৮

সম্ভাষিয়া (= সম্ভাষণ ক'রে)

১. বিজয়া সখীরে
সম্ভাষিয়া মধুস্বরে, ভবেশ-ভাবিনী
সুধিলা; পৃ. ৪৯

২. সখী-ভাবে *সম্ভাষিয়া* ছায়ায়, কভু বা
কুরঙ্গিনী-সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে, ... পৃ. ৬৬

সমরিব (= সমর বা যুদ্ধ করবো)

১. *সমরিব* তার সঙ্গে রঙ্গে, দয়াময়ি। পৃ. ৯৪

সমরিবে (= সমর বা যুদ্ধ করবে)

১. *সমরিবে* প্রাণপণে অমর, জননি,
তার জন্যে। পৃ. ৭৪

সাধিতে (= সমাধা করতে)

১. বাসরে কুসুম-শয্যা ত্যজি লজ্জাশীলা
কুলবধূ, গৃহকার্য্য উঠিলা *সাধিতে*! পৃ. ৪৭

২. ... কি হেতু
হে দূত, বাসনা তব বিরত *সাধিতে*
স্বকর্ম্ম ? পৃ. ৯২

সাধিল (= সাধন করল বা সম্পন্ন করল)

১. *সাধিল* তোমার কর্ম্ম সৌমিত্রি সুমতি; পৃ. ৯৪

সাপটি (= জড়িয়ে বা জাপটে ধরে)

১. অধীর ব্যথায় রথী, *সাপটি* সত্বরে '
শঙ্খ, ঘণ্টা, ... পৃ. ৮৮

সাপটিলা (= জড়িয়ে বা জাপটে ধরলেন)

১. *সাপটিলা* কোপে
ফলক; বিফল বল সে কাজ সাধনে! পৃ. ৮৭

সুধিলা (= জিজ্ঞাসা করলেন)

১. *সুধিলা* মুরলা,-'কহ, শুনি, মহাদেবি, পৃ. ৪২
২. *সুধিলা* মুরলা দূতী; 'কহ, দেবীশ্বরী, ... পৃ. ৪৩
৩. ' ... ভবেশ-ভাবিনী
সুধিলা; 'লো' বিধুমুখি, কহ শীঘ্র করি, পৃ. ৪৯
৪. আশীষিয়া বীর দাশরথি
সুধিলা, 'কি হেতু, দূতি, গতি হেথাতব? পৃ. ৫৯
৫. হাসিয়া *সুধিলা* রমা, কেশববাসনা;-পৃ. ৮৪
৬. বিস্ময়ে রাজা *সুধিলা*, 'কি হেতু
হে দূত, ... পৃ. ৯২
৭. *সুধিলা* মাধবপ্রিয়া;-কহ দেবনিধি
আদিতেয়, ... পৃ. ৯৪
৮. হাসি সুমধুর স্বরে *সুধিলা* মুরারি, ... পৃ. ৯৬

স্নানি (স্নান ক'রে)

১. সুবাসিত জলে
স্নানি পীনপয়োধরা, বিনানিলা বেণী। পৃ. ৯০

স্বনি (= স্বনন ক'রে)

১. বারিদপ্রতিম স্বনে *স্বনি* উত্তরিলা
সুগ্রীব; পৃ. ৯৩

স্বনিছে (= স্বনন করছে)

১. *স্বনিছে* পবন, দূরে রহিয়া রহিয়া
উচ্ছ্বাসে বিলাপী যথা! পৃ. ৬৪

স্মরিব (= স্মরণ করবো)

১. বিরলে বসিয়া দোঁহে *স্মরিব* তাহারে
অহরহঃ। পৃ. ৯৫

স্থাপিলা (= স্থাপন করলেন)

১. *স্থাপিলা* বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে; পৃ. ৮৭

সিহরি (= শিহরিত হয়ে)

১. *সিহরি* প্রমীলা সতী, মৃদু কল-স্বরে,
বাসন্তী নামেতে সখী বসন্ত-সৌরভা,
তার গলা ধরি কাঁদি কহিতে লাগিলা;– পৃ. ৫৫

সিহরিলা (= শিহরিত হলেন)

১. *সিহরিলা* শূলপাণি। লড়িল মস্তকে
জটাজুট, ... পৃ. ৫১

স্তুতিলা (= স্তুতি করলেন)

১. এইরূপে দৈত্য-রিপু *স্তুতিলা* সতীরে। পৃ. ৪৯
২. এইরূপে রক্ষোরিপু *স্তুতিলা* সতীরে। পৃ. ৮৩
৩. দেবদল মিলি
স্তুতিলা সতীরে যথা, ... পৃ. ১০০

সেবিতাম (= সেবা করতাম)

১. *সেবিতাম* সবে,
মহাদরে; পালিতাম পরম যতনে, ... পৃ. ৫৫

হরি (হরণ ক'রে)

১. বিধির ইচ্ছা তেঁই লঙ্কাপতি
আনিয়াছে *হরি* তোমা! পৃ. ৭২

হরিছে (=হরণ করেছে)

১. বিধির ইচ্ছায় বাছা, *হরিছে* গো তোরে
রক্ষোরাজ; পৃ. ৬৯
২. শূন্য ঘরে পেয়ে
আমায়, *হরিছে* পাপী; পৃ. ৭১

হরিল (= হরণ করলো)

১. কেমনে *হরিল*
ও বরাঙ্গ-অলঙ্কার, বুঝিতে না পারি? পৃ. ৬৪

২. কহ, এবে দয়া করি, কেমনে *হরিল*
তোমারে রক্ষেন্দ্র, সতি? পৃ. ৬৪

হরিলি (= হরণ ক'রলে)

১. কোন্ কুলবধূ আজি *হরিলি*, দুর্ম্মতি? পৃ. ৬৯

২. কহিলা সুমিত্রা মাতা;–নয়নের মণি
আমার, *'হরিলি* তুই, রাঘব! পৃ. ৮২

৩. পশিলি রাক্ষসালয়ে চোরবেশ ধরি,
হরিলি রাক্ষসরত্ন— অমূল্য জগতে। পৃ. ১০০

হিংসিতে (= হিংসা করতে)

১. কে পারে *হিংসিতে*
রঘুবংশ–অবতংসে এ তিন ভুবনে, ... পৃ. ৬৭

হুঙ্কারি (= হুঙ্কার দিয়ে)

১. ভীষণ তোমার রক্ষঃ হানিলা *হুঙ্কারি*
ঐরাবত শিরঃ লক্ষি। পৃ. ৯৮

হুঙ্কারিছে (= হুঙ্কার দিচ্ছে)

১. *হুঙ্কারিছে* পদাতিক, রথী; পৃ. ৪৫

হেষি (= হ্রেষা রব ক'রে)

১. *হেষি* আস্কন্দিল
হয়-বৃন্দ; ঝন্‌ঝনিল কৃপাণ পিধানে। পৃ. ৬১

হেষিল (= হ্রেষা রব করলো)

১. *হেষিল* অশ্ব মগন হরষে, ... পৃ. ৫৬

২. *হেষিল* অশ্বাবলী।
নাদে গজ; রথ-চক্র ঘুরিল ঘর্ঘরে; পৃ. ৬১

৩. তুরঙ্গম *হেষিল* উল্লাসে। পৃ. ৯৭